ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 Augest, 2023 ■ আগরতলা ৪ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা

ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য জিবিতে পৃথক ওয়ার্ড

স্থলবন্দরে মেডিক্যাল টিম, আক্রান্ত ১৮২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। ডেঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পাশাপাশি ডেঙ্গ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজ চলছে। জিবি হাসপাতালে ডেঙ্গ আক্রান্ত রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ মজদ রয়েছে। আজ বিকালে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক। সাংবাদিক সম্মেলনে ডেঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় এডিস মশার মাধ্যমে ভাইরাস ঘটিত এই রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। রোগ নিয়ন্ত্রণে এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা সবথেকে বেশী প্রয়োজন। এডিস মশা মূলত বাড়ি ঘরে ও আশেপাশে জমা জলে বংশ বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিক্যাল টিম ইতিমধ্যেই ধনপুরের বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। তারা গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন বাড়ি পরিদর্শন করেছেন। বাড়িতে জমা জল যেন না থাকে সেবিষয়ে সচেতন হতে প্রতিনিধি দল সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন। ডেঙ্গ আক্রান্ত হলে প্রথমে রোগী প্রবল জরে আক্রান্ত হবেন। সঙ্গে চোখের পেছন দিকে ব্যাথা হবে। মাথা ব্যাথা ও সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথা হবে। চিকিৎসকগণ জানান, বর্তমানে ডেঙ্গর যে প্রকোপ দেখা দিয়েছে তা নিরাময় যোগ্য। এর জন্য জর হলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসকগণ জানান, ২১ জলাই থেকে ধনপুর এলাকায় নিয়মিত স্বাস্থ্যশিবির করা হচ্ছে। আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ' চিকিৎসক ও নার্স নিযুক্ত করা হচ্ছে। কীটনাশক ছড়ানোর কাজ চলছে। মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের কাজ চলছে। এজন্য বিভিন্ন স্কুলের এনএসএস ইউনিটকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ধনপুরের বিভিন্ন স্কুলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগষ্ট।। ধনপুরের পর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেল বিশালগড় মহকুমায়। ডেঙ্গু আক্রান্ত সনাক্ত হলো বিশালগড় মহকুমার এক ব্যক্তির রক্তে। তাতেই নড়ে চড়ে বসেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ সীমাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। ধনপুরের পর এবার বিশালগড় মহকুমায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে ছুটে গিয়েছেন বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধনপুরে বাম বিধায়ক টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ আগষ্ট।। ধনপুরে ডেঙ্গু কবলিত এলাকা গুলো সহ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন বাম বিধায়কদের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক সুদীপ সরকার, নয়ন সরকার, রামু দাস এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল করিম সহ বাম নেতৃত্বরা। তারা বৃহস্পতিবার ধনপুরে ডেঙ্গু কবলিত এলাকা গুলো পরিদর্শন করেন। এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেন এবং পরবর্তীতে ধনপুর হাসপাতালে গিয়ে সেখানে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের সাথে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা - সাব্রুম রুটে আরও একটি ডেমু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। রাজ্য সরকার রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের আবেদনের সারা দিয়ে আগরতলা সাবরুম রোডে আরো একটি ডেমো ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ফলে আগরতলা সাবরুম রোডে প্রতিদিন চারটি ডেমো ট্রেন চলাচল করবে। বৃহস্পতিবার মহাকরণে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান আগরতলা সাব্রুম রোডে যাত্রী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ডেমু ট্রেনের কামরা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর নির্দেশে রেল দপ্তর বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগরতলা সাব্রুম রোডে আরও একটি ডেমো ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহন মন্ত্রী জানান রাজ্য সরকার পরিবহন ক্ষেত্রে আমল পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগরতলা আখাউড়া কলকাতা রেলপথ চালু হলে রাজ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক দোয়ার খুলে যাবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন পরিবহন মন্ত্রী।

আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই রেলপথের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পরিবহন মন্ত্রী জানান আগরতলা চিটাগাং বিমান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর কে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। সড়ক পথ রেলপথ ও আকাশ পথের পাশাপাশি জলপথে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বলে পরিবহনমন্ত্রী জানিয়েছেন।

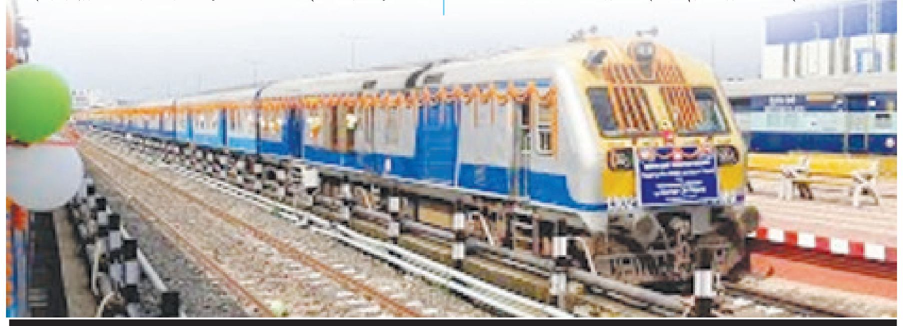

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আবেদনে সাড়া দিয়ে

মণিপুরে নিহতদের সমাহিত পর্ব স্থগিত রাখা হলো

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে নিহত ৩৫ জনের শেষকৃত্য তথা সমাহিত পর্ব স্থগিত রাখতে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আজ বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় চারটা নাগাদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সমাহিত পর্ব আরও পাঁচ দিন বিলম্বিত করতে সম্মত হয়েছেন আদিবাসী সংগঠন 'ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডারসফোরাম' (আইটিএলএফ) ও 'কোঅর্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুর ইনটিগ্রিটি' (কোকোমি)-র নেতারা।

মণিপুরের সহিংসতায় নিহত তিন মহিলা সহ মোট ৩৫ জনকে আজ ৩ আগস্ট সকাল ১১টায় রাজ্যের চূড়াচাঁদপুর জেলার তুইবুয়ঙে নির্ধারিত শান্তি ময়দানে সমাহিত করার কথা ছিল। প্রসঙ্গত, এই ৩৫ জনের মধ্যে খ্রিষ্টান সহ একজন ইহুদি ও দুজন মেসিয়ানিক ধর্মাবলম্বী রয়েছেন।

এদিকে আজ (৩ আগস্ট) ভোর প্রায় চারটা পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই এবং শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার মধ্যে আদিবাসী নেতারা রাজ্য সরকারের কাছে ৩৫টি মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য নির্ধারিত জমিকে বৈধ করার দাবি জানিয়েছিলেন।

মধ্য রাত থেকে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর রাজ্যে সহিংসতায় নিহত ওই ৩৫টি দেহের সমাহিত পর্ব আপাতত স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানান অমিত শাহ। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে আরও পাঁচ দিন সমাহিত পর্ব বিলম্বিত করতে সম্মত হয়েছেন আদিবাসী নেতৃবর্গ যথাক্রমে আইটিএলএফ চেয়ারম্যান পা জিন হাওকিপ, খ্রিস্টান গুডউইল কাউন্সিলের সভাপতি রেভারেন্ড ড. এস ভং মিনথাং, 'কোঅর্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুর ইনটিগ্রিটি' (কোকোমি)-র কোঅর্ডিনেটর জীতেন্দ্র নিংগমবারা। মণিপুরে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আজ (৩ আগস্ট, ২০২৩) ওই সব আদিবাসী নেতাদের লিখিতভাবে আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে সমস্ত পক্ষের সর্বাত্মক সন্তুষ্টির জন্য উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধান করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আইটিএলএফ পাঁচটি দাবির ভিত্তিতে একটি লিখিত আশ্বাস চেয়েছিল। দাবিগুলি যথাক্রমে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরের এস বলজং-এ সমাধিস্থলের বৈধকরণ, কুকি-জো সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত পার্বত্য জেলায় সমস্ত মেইতেই রাজ্য বাহিনী মোতায়েন করা হবে না, ইমফলের কুকি-জো সম্প্রদায়ের মৃতদেহগুলিকে চূড়াচাঁদপুরে নিয়ে আসতে হবে, ইমফলের কারাগারে বন্দি আদিবাসীদের নিরাপত্তার কাতিরে রাজ্যে স্থানান্তর করতে হবে।

হিরন্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন জাগরণ সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। হিরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস ও চিনি খোরাং এর সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা। আগামী ৫ই আগস্ট এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে আগরতলা প্রেস ক্লাবে।

দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস।

বরিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং সম্পাদনার জন্যই এবছর তাকে হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কারে স্মমানিত করার সিধান্ত নেয় অ্যাওয়ার্ড কমিটি।

আগামী ৫ই আগস্ট আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সহকারী হাই কমিশন, বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মহম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ ও এম বিবি ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার সুমন্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

দুর্নীতির অভিযোগে কদমতলা সিডিপিও অফিসের দুই কর্মী বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। কদমতলা সিডিপিও অফিসের দুর্নীতি বেশ কয়েকবার হরফ করে তথ্যসহ সংবাদমাধ্যমে ছাপা হয়েছিল। সেই খবরের তদন্তক্রমে ৩১ জুলাই কদমতলা সিডিপিও অফিসের সিডিপিও অয়ন ভৌমিক এবং স্টোরকিপার শ্রীবাস চন্দ্র পাল একসাথে সাসপেনশনের চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত চাউল কম দিয়ে সেই চাউল বিক্রি করার জন্য রেখে দেওয়া অবশেষে সেই চাউল বিক্রি করতে না পেরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছিল। তাছাড়া ত্রিশ হাজার কুইন্টাল ডাল ট্যান্ডারদের দেখে যারা কম দামে টেন্ডার দিয়েছিল তাদেরকে জালিয়াতি করে বাদ দিয়ে বিশাল টাকার বিনিময়ে বেশি দামে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তথ্য প্রমাণাদি সহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া ও ক্রমাগত অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের শিশু এবং মায়েদের বঞ্চিত করে তাদের বরাদ্দকৃত খাদ্য সামগ্রী দিনের পর দিন খোলা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লুটের কাহিনী উঠেছিল। এমনকি সিডিপিও অয়ন ভৌমিক নিজের ইচ্ছামত কোন ধরনের সরকারি নিয়ম নীতি কে তোয়াক্কা না পড়ে যখন ইচ্ছে আগরতলা নিজের বাড়িতে চলে যান এবং প্রত্যেক সপ্তাহে তিন চার দিন অফিস কামাই করেন বিনা ছুটিতে তাও পত্রিকায় উঠে এসেছিল। সিডিপিও অয়ন ভৌমিক এবং স্টোর কিপার শ্রীবাস চন্দ্র পাল দুজনে মিলে কদমতলা সিডিপিও অফিস কে লুটের রাজ বানিয়ে তুলেছিল। তাদেরকে যথাযোগ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কদমতলার এক স্থানীয় শাসক দলীয় উদ্ধাতন নেতা এবং অফিসের একজন স্থানীয় অস্থায়ী কর্মচারী শান্তনু নাথ। এই দুই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীকে বাঁচাতে অফিসেরই দুর্নীতিগ্রস্ত বিকাশ চক্রবর্তী অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এক চোর অপর দুই চোরকে বাঁচাতে। কিন্তু শেষমেষ সাধারণ মানুষ যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত দুই সরকারি কর্মচারী মুখে চুনকালি মেখে আগরতলা থেকে আশা সাসপেনশন লেটার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। একেই বলে কাঠামসহ মূর্তি বিসর্জন বা বাছুরসহ গাই গেল সাসপেনশনে। এই দুই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। ধলাই জেলার সালেমা থানার পুলিশ নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃত যুবকের নাম শুভঙ্কর দাস(২৭)। গত ৩০ জুলাই রাত থেকে ওই যুবক নিখোঁজ হয়। পরিবারের তরফ থেকে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে তার কোন সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সালেমা থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন পর সালমা থানার পুলিশ ভাতখাওড়ী এলাকার জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি জঙ্গলে গাছের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মৃতের পরিবারের লোকজনরা অভিযোগ করেছেন তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে করে মৃতদেহটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-চট্টগ্রাম রুটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। আগরতলা-চট্টগ্রাম রুটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা শুরু করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ সচিবালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আগরতলা-চট্টগ্রাম রুটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। আগরতলা-চ-গ্রাম রুটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীব্র গরমে চরম জল সংকট বিশালগড়ে

উদাসীন দপ্তর, সমাধান চেয়ে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশাগড়, ৩ আগষ্ট।। বিশালগড়ের নবীনগর এলাকায় গত তিন মাস ধরে জল সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। সমাধান না পেয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয় এলাকাবাসীরা। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বাসে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

বেশ কয়েক বছর ধরেই ওই এলাকায় পাইপ লাইনে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছিল। পাইপ লাইনে সরবরাহ করা পানীয় জলের উপর নির্ভর করেই এলাকার মানুষজন পানীয় জল এবং অন্যান্য জলের চাহিদা মেটাতেন। নতুন করে জল উত্তোলক প্রকল্প স্থাপনের নাম করে পুরাতন পাইপলাইন সেখান থেকে তুলে নেওয়া হয়। অথচ এখনো ওই এলাকায় নতুন উত্তোলক প্রকল্প চালু হয়নি। নতুন প্রকল্প চালু না করেই পুরাতন পাইপলাইন তুলে নেওয়ায় ওই এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন এলাকার জনগণ। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ট্যাঙ্কারে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে বহুবার স্থানীয় নেতা এবং দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু কে শুনে কার কথা? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই নবীনগর এলাকার জনগণ বৃহস্পতিবার এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হন। বেলা এগারোটা থেকে তারা পথ অবরোধ আন্দোলন শুরু করেন। অবরোধের ফলে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধস্থলে ছুটে আসেন। তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সমস্যা সম্পর্কে কথা বলে আন্দোলন প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেন। এলাকাবাসী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ করার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তারা আপাতত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৯২ ▫ ৪ আগস্ট ২০২৩ ইং ▫ ১৮ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পথ দেখাইল ভারত

দারিদ্র দূরীকরণে ভারত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই এইসব পদক্ষেপের সুফল ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টেও তাহা উঠিয়া আসিয়াছে। ইহা আমাদের দেশ ভারতের জন্য অতীব গর্বের। জনগণকে দারিদ্র্যসীমার নিচ হইতে উপরে তুলিয়া আনিবার পরিকল্পনা দেশের সরকারকেই গ্রহণ করিতে হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া এই সাফল্য কোনদিনই প্রত্যাশা করা যায় না। ভারত সরকারের নিচে বসবাসকারী জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য যেসব বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবায়িত হইতে শুরু করিয়াছে। সেই সুবাদেই ভারত বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিশ্বে যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষ বসবাস করেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হিসেবে ভারতকেও পরিগণিত করা হইত। দিন যত এগিয়ে যাইতেছে ভারত ততই দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইতেছে। রীতিমত বিশ্বকে পথ দেখাইতে শুরু করিয়াছে ভারত। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের এবং মোদি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে রাষ্ট্রসংঘ ।দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যৌথভাবে অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। সেই রিপোর্টে রীতিমত চমক দেখা যাইতেছে ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে। মাত্র কয়েক বছরে ভারত এইভাবে দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইবে তাহা রীতিমতো অবিশ্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাও আবার কোভিড কালের মত দুর্বিসহ অবস্থাতেও ।গত ১৫ বছরে দেশের দরিদ্র নাগরিকদের অর্ধেক নাগরিককে দারিদ্র সীমা থেকে বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে সরকার। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারের তরফ থেকে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত বলিয়াই দাবি করা

হইয়াছে রিপোর্টে। এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ আশাবাদী, সরকারি এমন সব প্রকল্পের হাত ধরিয়া আগামী দিনেও ভারত দেশে থাকা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করিতে সক্ষম হইবে।এই রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে। রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে ভারতের দারিদ্রসীমা ৫৫.১ থেকে দাঁড়াইয়াছে ১৬.৪। অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী এই ১৫ বছরে দেশের সাড়ে ৪১ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার উপরে উঠিয়া আসিয়াছেন।'২০০৫ সালে দেশে ৬৪ কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করিতেন। কিন্তু ১৫ বছর পর এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়াছে ২৩ কোটি। যদিও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে, কোভিড অতিমারির সময় সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হবে তাহা হইলেও যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ভারত এখন বিশ্বকে আশার আলো দেখাইতেছে। ভারত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করিতে রাজনীতির উর্ধে উঠিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে। আহা হইলেই সার্বিক সাফল্য আসবে এবং দেশ গর্বের মুকুট পরিধান করিতে পারিবে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ফের কাঁপল ভূমিকম্পে, এবারের তীব্রতা ৪.৩

পোর্টব্লেয়ার, ৩ আগস্ট (হি.স.): আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। বৃহস্পতিবার ভোর ৪.১৭ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। দিগলিপুর থেকে ৩০৩ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৪৫৭ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৪.১৭ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৬১ কিলোমিটার গভীরতায়, ১০.৬৯ অক্ষাংশ এবং ৯২.০৫ দ্রাঘিমাংশ। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তিলোত্তমায় দাপট কমল বৃষ্টির; মেঘলা আকাশে মনোরমই আবহাওয়া, ফের বাড়বে গরম

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): নিম্নচাপ সরতেই বৃষ্টির দাপটও কমে গিয়েছে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বৃষ্টির আর দেখা মেলেনি, মাঝেমধ্যেই উঁকি দিয়েছে সূর্য। আবার লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। মোটামুটিভাবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আবহাওয়া এদিন সকালের দিকে ছিল মনোরম। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এদিন সকালে ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর ঘনীভূত নিম্নচাপটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় সেটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে বৃষ্টি থামলেও, পুরুলিয়া-সহ পশ্চিমের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানের কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে ধীরে ধীরে আবার দুই থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। কলকাতায় আপাতত আর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহবিদরা জানিয়েছেন, শহরের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। আর তাই পুনরায় বাড়তে পারে গরম।

চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে সল্টলেকে ধুন্ধুমার, জামা খুলে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে সল্টলেকে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। বুধবার এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের পর বৃহস্পতিবার সকালে পথে নামলেন ২০১৬-র উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। দ্রুত নিয়োগের দাবিতে সল্টলেকে আচার্য্য সদনের সামনে সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন চাকরিপ্রার্থীরা। নিরাপত্তা রক্ষীরা আটকে দেন। সেখানেই জামা খুলে, গেঞ্জি পরে প্রতিবাদে বসে পড়েন তাঁরা।
বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকে এসএসসি-র দফতর অচার্য্য সদনের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিনা অনুমতিতে কলকাতার করুণাময়ী এলাকায় আচার্য্য সদনের গেটের সামনে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন ২০১৬ সালের উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। ২০১৪ সালে টেটের বিজ্ঞপ্তির পর ২০১৫ সালে পরীক্ষায় বসেন এই চাকরিপ্রার্থীরা। ২০১৬ সালে ইন্টারভিউয়ের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিও পান তাঁরা।
সকাল ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ চাকরিপ্রার্থীরা আচার্য্য সদনের সামনে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন।

রসিক মানুষ রবীন্দ্রনাথ

রাজু পারাল

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন দুঃখ,কষ্ট, শোক পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর অন্তরের ফল্গুধারাটি কখনো শুকিয়ে যায়নি। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছিলেন রানি চন্দ, ইন্দিরা দেবী, মৈত্রয়ী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা দেবী, সৈয়দ মুজতবা আলি ও শৈলজারঞ্জনের মতো বহু গুণীজন। এঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের রসিক মনের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। একজন দার্শনিক, ভাববিলাসী, গভীর চিন্তামগ্ন ঋষির আড়ালে যে রসিক রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন ছিলেন তার পরিচয় মেলে প্রতিটি পদক্ষেপে। কেবল গুণীজনের সঙ্গেই নয়--- অপরিচিত, অল্প পরিচিত, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী এমনকী নিজের খাসভৃত্যের সঙ্গেও নিত্য রঙ্গরসিকতায় মেতে থাকতেন মানুষটি। আনন্দের দিনে তো বটেই, কষ্টে দিনগুলিতেও অমলিন রসিকতায় ভরিয়ে রাখতেন। সকলকে। টুকরো টুকরো সেই সব হাসির চিত্রগুলিকে একত্র করলে মানুষ রবীন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপ্যাধ্যায় একসময় শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন। কাজটিতে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। চিরকাই লেখার দিকে ছিল তার ঝোঁক। পরে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠাও পান। পড়াশোনার জন্য প্রায়ই তিনি শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার থেকে অনেক বই নিয়ে যেতেন। একদিন অপরাহ্নে বইয়ের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মাঝপথে কবিগুরুর হাঁক শোনা গেল, 'ওহে বৈবাহিক, শোন, শোন'।
প্রভাতবাবু অবাক। তিনি কবিকে বললেন, 'আমি তো বিয়েই করিনি,তবে আমাকে আপনি বৈবাহিক বললেন কেন?' গুরুদেব হেসে বললেন, 'আরে সে বৈবাহিক নয়, আমি ডাকছি বই-বাহিককে (বই বহন করছে যে)।' কবিগুরুর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী কাদম্বরী দেবী যেমন ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী তেমনি রান্নাতেও পটু। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মাঝেমধ্যেই তিনি তাঁর প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে নিমন্ত্রণ করে নিজে রেঁধে কাওয়াতেন। একদিন খাওয়ানোর সময় কাদম্বরী দেবী রবি ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাক তো ভালোই হয়েছে। একন পরিপাক হলে বাঁচি।'

রবীন্দ্রনাথ পিঠেপুলি খেতে খুব পছন্দ করতেন। শান্তিনিকেতনে এক মহিলা একবার পিঠে তৈরি করে পাছালেন কবির কাছে। এর বেশ কয়েকদিন পর তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন পিঠে কেমন হয়েছে, তা জানিয়ে তাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে রবীন্দ্রনাথ মহিলার অনুরোধ রক্ষা করে সার্টিফিকেট লিখলেন-

'নেহাত যদি শুনতে চাও বলি।
লোহা কঠিন, পাথর কঠিন
আর কঠিন ইষ্টক
তার অধিক কঠিন কন্যে
তোমার হাতে পিষ্টক।'

গান্ধিজি মাঝেমধ্যেই শান্তিনিকেতনে আসতেন। তেমনি একবার এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজিকে আপ্যায়ন করে বসালেন ব্রেকফাস্টে। গান্ধিজির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, উনি দুধ দিয়ে পরিজ খাবেন। তাঁর জন্য যে সবেরই ব্যবস্থা করা হল। রবীন্দ্রনাথের জন্য যথারীতি লুচি এল। গান্ধিজি তা দেখে গম্ভীরভাবে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'গুরুদেব জানেন আপনি কি খাচ্ছেন?'
---'কেন লুচি?'
—'খাবেন না, খাবেন না।'
---'কেন?'
—'ও বিষ।'
গুরুদেব হেসে বললেন, তা হয়ত হবে, তবে খুব ধীরে ধীরে কাজ করে। আমি তো ছোটবেলা থেকেই লুচি খেয়ে আসছি।
শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর ধ্যানবঙ্গ হোক, কেউ তা চায় না। যাঁরা গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলেন, তাঁরা পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম সারছেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাধরময় ঘোষ এসেছেন গুরুদেবের কাছে। তিনি অতি সন্তর্পণে কবির ধ্যান ভঙ্গ না করে

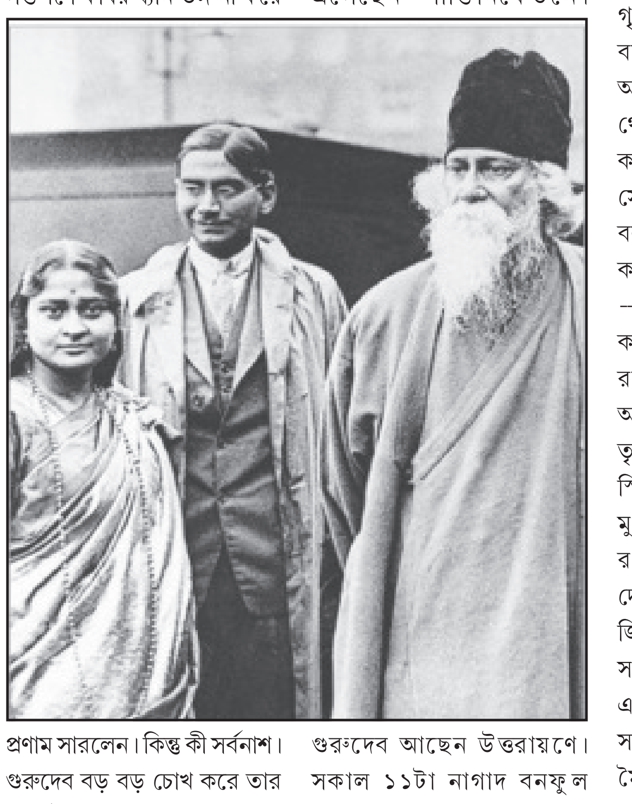

প্রণাম সারলেন। কিন্তু কী সর্বনাশ। গুরুদেব বড় বড় চোখ করে তার দিকেই তাকিয়ে। সাগরময়বাবু তো ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়লেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ করায় ক্ষমা ভিক্ষা করলেন তাঁর কাছে। গুরুদেব হেসে বললেন—'

প্রণাম করিতে এলে
চোখ জোড়া রাখি মেলে
চটিজোড়া পাছে চুরি যায়।'

কবি তখন মংপুতে আছেন। সঙ্গে তাঁর খাসভূত্য বনবালীও। কবি একদিন বনমালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন---'তোর খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?'---'আজ্ঞে ভালোই চলছে। দিদিমণি আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন।' বনমালী খুব চেষ্টা করতে যাতে তার গায়ের রঙে জেল্লা আসে। কবি সে কথা জানতেন। তাই বললেন---'দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন? তার চেয়ে দুধ মাখালে পারতেন। দুধ খেয়ে তো তোর গায়ের রঙের পরিবর্তন হচ্ছে না।'
সাহিত্যি বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব আছেন উত্তরায়ণে। সকাল ১১টা নাগাদ বনফুল এলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখলেন একটি বড় ঘরে বিরাট এক টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কবি কী সব লিখছেন। বনফুলকে দেখে কবি বললেন---'বসো, আমার এখুনি হয়ে যাবে।'
বনখুল জিজ্ঞাসা করলেন---'অত ঝুঁকে লিখতে আপনার কষ্টা হয় না? আজকাল তো নানারকমের চেয়ার বেরিয়েছে, ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে লেখা যায়।' রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন---'সবরকম চেয়ারই আমার আছে। কিন্তু ঝুঁকে না লিখলে আকজাল আর লেখা বেরোয় না। কুঁজোর জল কমে গেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।
আর একবার সাহিত্যিক বনফুল সস্ত্রীক গিয়েছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে কবির জন্য খানিকটা সন্দেশ নিয়ে গেছেন। একেবারে ঘরের গরুর দুধের তৈরি সন্দেশ। সন্দেশ পেয়ে কবি বেজায় খুশি। কৌটো থেকে খানিকটা সন্দেশ মুখে চালান করে দিয়ে বললেন—বাঃ দারুণ, এ সন্দেশ তুমি ভাগলপুরে পেলে কী করে?'
গৃহিণীকে দেখিয়ে বনফুল বললেন--- 'উনিই করেছেন। আমাদের গাই আছে, তারই দুধ থেকে তৈরি হয়েছে।'
কবি সামনে বসা ক্ষিতিমোহন সেনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন---'এ তো বড চিন্তার কারণ হল।'
---'কেন?'
কবির উত্তর-'বাংলাদেশে দুটিমাত্র রসস্রষ্টা আছে। প্রথমটি দ্বারিক আর দ্বিতীয়জন রবীন্দ্রনাথ। এ যে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল।' স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হল কবির মুখ। বাকিরাও হেসে উঠলেন।
রবীন্দ্রনাথ একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, 'আচ্ছা, একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, তোমাদের সকলেরই হাতেই লেখা প্রায় একইরকম, এটা কী করে হয়? সবই সেই গোল অক্ষর।'
মৈত্রয়ী দেবী বললেন, 'আর বলবেন, না, আপনার লেকা কপি করে করে সারা বাংলার লোকেদর লেখা প্রায় এক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।'
কবি বললেন, 'তাহলে তো শঙ্কার কারণ। ভাগ্য ভালো, আমার ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য, তা না হলে ভাবনায় পড়তে হতো।'
একবার শান্তিনিকেতনে এক গায়ক এসে কবিকে গান শোনালেন। অনেক গান হলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কবি তাঁর গান শুনলেন। গায়ক চলে গেলে একজন, কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গান কেমন লাগল?' কবি বললেন, 'গান নয়তো একেবারে মেশিনগান।'
এক সাহিত্যসভার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁকে উদ্যোক্তারা বলে দিয়েছিলেন ঠিক সাড়ে পাঁচটার মধ্যে হাজির হতে। কবির সময় জ্ঞান খুব। তিনি সময়ের আগেই সেখানে পৌঁছলেন। কিন্তু সভায় গিয়ে তিনি অবাক হলেন। দেখলেন দর্শকেরা উপস্থিত হলেও উদ্যোক্তাদের পাত্তা নেই। কবি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে লিকে রেখে ফিরে যান। চিঠিতে লিখলেন---'এসেছিলেম, বসেছিলাম, দেখলেম কেউ নেই, আমার সাড়ে পাঁচটা জেনো, পাঁচটা তিরিশেই।' উদ্যোক্তারা দেরিতে এসে কবির চিঠি দেখে ভীষণ লজ্জিত হলেন।
শেষ বয়সে কবির চোখে অসুখ হয়। ডাক্তার ওষুধ দিলেন। রানি চন্দ ড্রপার দিয়ে কবির চোখে ওষুধ দিতেন। ওষুধ দেওয়া হল চোখ ভীষণ জ্বালা করত। কবি একদিন বললেন---'কি গো চক্ষুদাত্রী তুমি এসেছ একেবারে তৈরি হয়ে? দেখো ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। কেউ যখন রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখবে, তুমি অবশ্যই দাবি করতে পারবে যে শুধু একজনই রবীন্দ্রনাথের চোখের জল ফেলাতে পেরেছে, সে হচ্ছে তুমি। বাপের, কী জলটাই ঝারাচেছা তুমি দিনে তিন-চারবার করে'।
রবীন্দ্রজীবন এরকম অসত্র ঘটনায়। পরিপূর্ণয় আছে নানা কৌতুকভরা উক্তি ও বিশ্বকরি রবীন্দ্রাথ কতটা রসিক মানুষ ছিলেন, তা বারে বারে প্রমাণিত হয় সেই সমস্ত টুকরো টুকরো ঘটনা থেকে।

'এতো বুড়ো কোনোকালে
হবো নাকো আমি,
হাসি তামাশারে যবে করো
ছাবলামি।'

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বোস্টনের গুটিবসন্ত-কাণ্ড

মানিক চন্দ্র দাস

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকের ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের কলোনিগুলোয় ভয়াবহ এক সংবাদ ছড়িয়ে গেল। বসন্ত এসে গেছেএই বসন্ত ঋতুরাজ বসন্ত নয়, গুটিবসন্ত। শুধু এসে বসে থাকেনি, ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো সারা বোস্টনে। এ রোগের প্রথম শিকার ছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা জাহাজের এক যাত্রী, সেই যাত্রীকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে বাইরে একটা লাল পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, পতাকায় আবার কিছু কথাবার্তা লেখা, 'ঈশ্বর, এই বাড়িতে করুণা বর্ষণ করুন'। পতাকা লাগানো দেখেই কলোনি থেকে লোকজন এলাকা ছেড়ে পালানো শুরু করে দিয়েছে, জানের ভয় সবারই আছে।
ভয়ের কারণ আছে অবশ্য। এই ভাইরাস ছিল ভয়াবহ রকমের সংক্রামক এবং ছড়ায় দাবানলের মতো। রোগের প্রচণ্ড জ্বর, ক্লান্তি আর সারা শরীরে গুটিতে ভরে যেত। কেউ বেঁচে গেলেও সারা শরীরে বিচ্ছিরি ক্ষত তৈরি করত। আক্রান্ত মানুষের মধ্যে মারা যেত শতকরা ৩০ জন।
১৭২১ সালে দেখা দেওয়া গুটিবসন্তটা ছিল একটু আলাদা। রোগ সারা শহরে ছড়িয়ে গিয়ে হাজারো মানুষ মরার কথা। কারণ, এখনকার মতো আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা তখন তো ছিলই না। রোগটা কিসের কারণে হচ্ছে, তা-ও মানুষ জানত না। তারপরও ঘটনা আলাদা হওয়ার কারণ একজন আফ্রিকান ক্রীতদাস, নাম 'ওনেসিমাস'। মানুষটা গুটিবসন্ত থেকে বাঁচার এক বিচিত্র উপায় বললেন, সেই উপায় নিয়ে কাজ করলেন একজন সাহসী ডাক্তার ও মন্ত্রীরোগ আটকাল। এ সময়ে আমেরিকায় আবার ছিল জমজমাট দাস ব্যবসা।
বোস্টনে তখন এ রকম দাস বিক্রির জন্য হ্যান্ডবিল বা পোস্টার দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হতো।
প্রাচীন পৃথিবীতে গুটিবসন্ত এক প্রাণঘাতী রোগের নাম। ইতিহাসবেত্তা সুজান প্রায়োরের মতে, 'অল্প কিছু প্রাণঘাতী রোগ ওই সময় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যেত এবং গুটিবসন্ত তার মধ্যে একটা।' কলোনিস্ট জাতিগুলো দেখল, এ রোগ সবারই হয়, গায়ের বর্ণ সাদা-কালো কোনো ঘটনা নয় এবং শুধু কলোনিস্টদের কারণে নেটিভ আমেরিকানদের মধ্যে গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়ে গোত্রের পর গোত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
ক্রীতদাসবাহী জাহাজে করে গুটিবসন্ত ছড়িয়েছে ক্রীতদাসদের মাধ্যমে। জাহাজের ভেতর ক্রীতদাসদের রাখা হতো একসঙ্গে, ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, খুব সহজেই একজনের কাছ থেকে আরেকজনের শরীরে রোগ সংক্রমিত হতো। রোগ ছড়িয়েছে এক কলোনি থেকে আরেক কলোনিতে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসপ্রথা এবং ব্যবসার মূল কেন্দ্র ছিল ম্যাসাচুসেটস, এখানে প্রথম দাস ব্যবসা শুরু হয় ১৬৩৮ সালে। ১৭০০ সালের মধ্যেই দেখা গেল এখানে হাজারের ওপরে ক্রীতদাস বিকিকিনি হয়েছে। এরা সবাই থাকত কলোনিতে, বেশির ভাগই বোস্টনে।
১৭০৬ সালে কট্টরপন্থী এক প্রভাবশালী মন্ত্রী কটন ম্যাথার সমিতির পক্ষ থেকে নিজের জন্য পশ্চিম আফ্রিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস কিনে নাম দিয়ে দিলেন 'ওনেসিমাস'। নামটা এক পৌরাণিক কাহিনির দাসের, অর্থ 'দরকারি'। ম্যাথার 'সালেম উইচ ট্রায়াল'-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, বিশ্বাস করতেন ক্রীতদাসদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত ও ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত করা খুবই দরকার। যদিও উনি বিশ্বাস করতেন, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোর অধিকার বলে কিছুই থাকা উচিত

> ১৭২১ সালে দেখা দেওয়া গুটিবসন্তটা ছিল একটু আলাদা। রোগ সারা শহরে ছড়িয়ে গিয়ে হাজারো মানুষ মরার কথা। কারণ, এখনকার মতো আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা তখন তো ছিলই না। রোগটা কিসের কারণে হচ্ছে, তা-ও মানুষ জানত না।

নয়, সমান অধিকার দিলেই তারা বিদ্রোহ করে বসবে। বিদ্রোহ খুবই ঝামেলার ব্যাপার। ওনেসিমাসকে খুব একটা বিশ্বাস করতেন না ম্যাথার, সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর মনে হতো, ওনেসিমাসের চেহারাসুরতে 'চোর চোর' ভাব আছে, 'শয়তান' ও 'অলস' ধরনের। কিন্তু ১৭১৬ সালে ওনেসিমাস যখন বলল যে তার একবার গুটিবসন্ত হয়েছিল এবং সে জানে কীভাবে গুটিবসন্ত ঠেকাতে হয়, তখনই প্রথম তার কথা বিশ্বাস করলেন ম্যাথার। তিনি তখন আবার তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'ওনেসিমাস ব্যাটা বেশ চালাক-চতুর আছে, বলল কী একটা ছোট অপারেশন করে তাতে গুটিবসন্তের কী একটা দিয়ে নিজেকে গুটিবসন্ত থেকে সারা জীবনের জন্য রক্ষা করেছে...যার কাজটা করার সাহস আছে, তার আর কোনো দিন গুটিবসন্ত হবে না।'
কটন ম্যাথার
অপারেশনটা আসলে তেমন জটিল কিছু নয়, একজন সংক্রমিত মানুষের গুটিবসন্তের গুটি থেকে পুঁজ নিয়ে হাতের ত্বক কেটে তাতে একটু পুঁজ লাগিয়ে দেওয়া। জিনিসটা ভ্যাকসিনেশন না, যাতে স্বল্প ক্ষমতার ভাইরাস শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে পূর্ণ ক্ষমতার ভাইরাসের বিপক্ষে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করা হয়। ওনেসিমাসের গল্প বিশ্বাস করলেন ম্যাথার এবং প্রথম প্রয়োগ শুরু করলেন সেই ক্রীতদাসদের ওপরেই। তার আগে অবশ্য খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, এ পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই চীন ও তুরস্কে চালু আছে। কিন্তু বোস্টনে সেই রকম কাজ শুরু করে তিনি মোটামুটি টিকার প্রচারক হয়ে গেলেন। কথাবার্তা মোটামুটি গোটা ম্যাসাচুসেটসে ছড়িয়ে গেল যে 'আশা আছে'। গুটিবসন্ত ঠেকানো সম্ভব।
ম্যাথারের মোটামুটি ধারণা ছিল, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বা ক্রীতদাসের কথায় কাজ করাটা শ্বেতাঙ্গ লোকজন পছন্দ করবে না, এ নিয়ে তিনি তেমন একটা উচ্চবাচ্যও করেননি। তিনি নিজেই যেখানে নিজের ক্রীতদাসকে বিশ্বাস করতে পারেননি, সেখানে অন্য কোনো শ্বেতাঙ্গ অবিশ্বাস করলে তার কোনো দোষ দেওয়া যায় না। সেখানে আবার অশিক্ষিত একটা ক্রীতদাসের বলা একটা গোটা মেডিকেল প্রসিডিউর, লোকজন বিশ্বাস করে কী করে? নিন্দার একটা ঢিঢি পড়ে গেল চারদিকে, দ্য নিউ ইংল্যান্ড ক্যুরান্ট নামের এক পত্রিকা ম্যাথারকে নিয়ে বেশ ব্যঙ্গাত্মক লেখা ছাপল। কুৎসিত রেসিজম আর রেসিস্টরাও খেপে গেল। বাদ গেল না ধর্মও। চার্চের পাদরিরা বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সন্তানদের বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত করা ঈশ্বরের নীতির বিরুদ্ধাচরণ।
১৭২১ সালে ম্যাথার সঙ্গে পেলেন জাবদিয়েল বয়েলস্টোন নামের এক চিকিৎসককে। বোস্টনের এই একমাত্র চিকিৎসক ম্যাথারের প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছেন। ১৭২১ সালেই ওনেসিমাসের বলা প্রক্রিয়া বেশ বড় পরিসরে প্রয়োগের সুযোগ এল, আবার গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিল বোস্টনে। এবার গুটিবসন্ত বোস্টনে এল জাহাজে চড়ে। বোস্টনের মোটামুটি অর্ধেক জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হলো গুটিবসন্তে। বয়েলস্টোন কাজে নেমে পড়লেন। প্রথমে নিজের ক্রীতদাসদের, এমনকি নিজের ছেলের হাতের ত্বক কেটে গুটিবসন্তের পুঁজ লাগিয়ে দিলেন। এরপর কাজে নেমে পড়লেন বোস্টনের বাসিন্দাদের নিয়ে। মোট ২৪২ জনকে এ পদ্ধতিতে টিকা দিলেন বয়েলস্টোন, এর মধ্যে মারা গেলেন ৬ জন। প্রতি ৪০ জনে ১ জন। অন্যদিকে যাঁরা এই টিকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতি ৪০ জনে মারা গেলেন ৭ জন।
এই মহামারিতে বোস্টনের ৮৪৪ জন মানুষ মারা গেলেন, মোট জনগোষ্ঠীর ১৪ শতাংশ মানুষ। কিন্তু এতে পরের মহামারিগুলোর ব্যাপারে কী কী করা যায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। ১৭৯৬ সালে এডওয়ার্ড জেনার কাউপক্স থেকে এই স্মলপক্স বা গুটিবসন্তের একটি কার্যকর টিকা তৈরি করেন। ম্যাসাচুসেটসে পরবর্তী সময়ে গুটিবসন্তের টিকা বাধ্যতামূলক করা হয়। ম্যাথারকে বলা প্রক্রিয়া কতটা কাজ করেছে, তা দেখার জন্য ওনেসিমাস বেঁচে ছিলেন কি না, আমরা জানি না। মানুষটার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে খুব একটা জানা যায়নি, শুধু জানা গিয়েছিল যে তিনি আংশিক স্বাধীনতা কিনতে পেরেছিলেন, পুরোপুরি ক্রীতদাস ছিলেন না। অবশ্য সে জন্য স্টিভেন জে নিভেন নামের এক ইতিহাসবিদ ম্যাথারকে আরেকজন ক্রীতদাস কেনার অর্থ দিয়েছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরে গুলিবিদ্ধ তিন আরসা সদস্য গ্রেপ্তার

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৩।। বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা আশয়শিবিরে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) সঙ্গে মায়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান স্যালভেশন আর্মির (আরসা) সদস্যদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলির পর গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আরসার তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে এপিবিএন।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত বালুখালী রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের ক্যাম্প-৬ ও ক্যাসপ ৭ এর মাঝামাঝি ডি-ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন- ৬ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি/৬ ব্লকের বাসিন্দা মোহাম্মদ সোলাইমানের ছেলে আবুল হাশেম , ৭ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জি/৭ ব্লকের বাসিন্দা আব্দুস শরীফের ছেলে মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং ৫ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি/১ ব্লকের আব্দুল মাজেদের ছেলে কামরুল হাসান।

বাংলাদেশের ১৪-আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি ছৈয়দ হারুন উর রশিদ বলেন, আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অবস্থানের খবরে পুলিশ অভিযান চালায়। এতে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করে। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য পুলিশও পাল্টা গুলি করলে সন্ত্রাসীরা পালনোর চেষ্টা করে। এ সময় ধাওয়া করে তিন সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়। তিনি জানান, এসময় ঘটনাস্থল তল্লাশি করে আটকদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শুটার গান, ৬ রাউন্ড গুলি, তিনটি কার্তুজ ও একটি ক্লিনিং রড উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র-গুলিসহ আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বিজেপি, সংসদকে উপহাস করছে : কে সি বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): সংসদে অচলাবস্থার জন্য বিরোধীদের দায়ী করছে বিজেপি। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধেই তোপ দাগল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বিজেপি, সংসদকে উপহাস করছে। দিল্লি সার্ভিস বিল, মণিপুর ও হরিয়ানা হিংসা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন বেণুগোপাল।

তিনি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, 'গতকাল লোকসভায় শুধুই হট্টগোল করেছিল বিজেপি। তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং সংসদকে উপহাস করছে...বিজেপি সর্বত্রই বিভাজনের রাজনীতি করছে।' বেণুগোপাল আরও বলেছেন, বিজেপিই সংসদে হইহট্টগোল করছে, মণিপুর ইস্যুতে তাঁরা আলোচনা চাইছে না। প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসছেন না। বেণুগোপাল দাবি করে বলেছেন, বিজেপি গণতন্ত্রে মোটেও বিশ্বাসী নয়।

এশিয়া কাপে কামব্যাক হচ্ছে না রাহুল ও শ্রেয়সের !

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): কিছুদিন আগে ভারতীয় শিবিরে খুশির খবর ছিল এশিয়া কাপে ফিরছেন লোকেশ রাহুল ও আইয়ার।সদ্য গ্লাভস হাতে কিপিং অনুশীলনে নেমেছেন। এই খবরে স্বস্তি নেমে এসেছিল ভারতীয় শিবিরে। সামনে এশিয়া কাপ এবং তারপরেই ওডিআই বিশ্বকাপ। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য না ফেরার জন্য চিন্তা বাড়লো ভারতীয় শিবিরে। বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এখনো ঠিক সুস্থ না থাকার জন্য এশিয়া কাপে কামব্যাক হচ্ছে না রাহুলের। আর কিছুদিনের মধ্যেই এশিয়া কাপের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করবে বিসিসিআই।

রাহুলের মতো শ্রেয়স আইয়ারেরও একই অবস্থা।এশিয়া কাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা। রাহুল ও শ্রেয়স দু'জনেরই চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার হয়। বেঙ্গালুরুর জাতীয় অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে তাঁদের। তবে রাহুল বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ। ব্যাটিং, কিপিং অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। আইয়ারের সেরে ওঠা নিয়ে তেমন আপডেট নেই। তবে এশিয়া কাপের দলে এই দুই তারকা ব্যাটারের অনুপস্থিতি ধরে নেওয়াই হচ্ছে।

তবে বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলার কথা রয়েছে। এশিয়া কাপে না থাকলেও বিশ্বকাপের যুদ্ধে ঝাঁপানোর আগে সেই সিরিজে রাহুল ও শ্রেয়সের খেলার জোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নীতিন দেশাইয়ের দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, আপাতত মর্গে রয়েছে মরদেহ

মুম্বই, ৩ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় পুরস্কারজয়ী শিল্প নির্দেশ নীতিন দেশাইয়ের দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। তবে, আত্মীয়দের অনুরোধে আপাতত মর্গে রয়েছে নীতিন দেশাইয়ের মরদেহ। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইয়ের জেজে হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। রায়গড় পুলিশ জানিয়েছে, শিল্প নির্দেশক নীতিন দেশাইয়ের পোস্টমর্টেম করেছেন ৪ জন চিকিৎসকের একটি দল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যু হয়েছে।

চলতি সপ্তাহেই ছিল জন্মদিন। তার আগেই বুধবার মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের স্টুডিও থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় চারটি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক নীতিন চন্দ্রকান্ত দেশাইয়ের। মুম্বই পুলিশের দাবি, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন নীতিন। কিন্তু কেন তিনি নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তা এখনও জানাতে পারেনি পুলিশ।

বলিপাড়ায় দু'দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন নীতিন।

বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতামুক্ত ভোট চায় ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৩।। বাংলাদেশের সংসদীয় ভোট পরিকল্পনামতো হোক এমনটা চায় ভারত।একই সঙ্গে চায় ভোট হোক শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতামুক্ত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন বলে জানিয়েছে ঢাকার সংবাদমাধ্যম। মুখপাত্র এ কথাও বলেন, বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে চাইবেন, ভোট সেভাবেই হবে। সবকিছু তাঁরাই নির্ধারণ করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোট অনুষ্ঠানের দাবি নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। বাংলাদেশের ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন দেশ তৎপর। আন্তর্জাতিক দুনিয়া নানা রকম মন্তব্য করছে, পরামর্শ দিচ্ছে। ভোটকে কেন্দ্র করে প্রধান বিরোধী দলের তৎপরতাও বেড়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারও অনেক দিন পর মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকের পর বিএনপি নেতারা বলেছেন, তাঁদের আশা, ভোটের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।

এসব বিষয়ে ভারতের মনোভাব জানতে চাওয়া হলে অরিন্দম বাগচি বলেন, ভোটকে ঘিরে বাংলাদেশে বহু ধরনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই অনেক মন্তব্য করছেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়াও অনেক মন্তব্য করছে। কিন্তু ভারত তো ভারতই। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া ভারতের ওপর পড়ে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এই প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের ভোট ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছানুসারেই হবে। ভারত গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করছে। তবে এখনই সে বিষয়ে মন্তব্য করার মতো অবস্থানে ভারত নেই। তিনি বলেন, ভারত চায় নির্বাচন পরিকল্পনামাফিক হোক। সহিংসতা ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট হোক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি নেতাদের মন্তব্য নিয়ে মুখপাত্র কিছু বলতে চাননি। ভারতের হাইকমিশনারের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক নিয়েও তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

দায়রা আদালতের রায়ই বহাল, এএসআই-কে জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষায় অনুমতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের

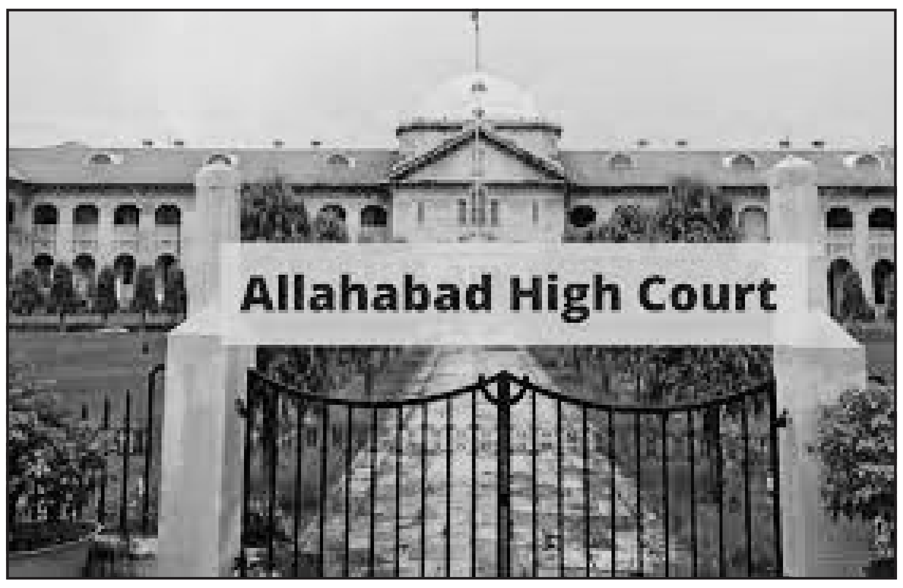

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): বারাণসীর জেলা দায়রা আদালতের রায়কেই বহাল রাখল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)-কে সমীক্ষার কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ে খুশি হিন্দু পক্ষ। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, 'এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়েছে, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে এএসআই সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারবে। দায়রা আদালতের রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।' এএসআই-এর সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মুসলিম পক্ষ, মুসলিম পক্ষের সেই আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

এর আগে গত ২৪ জুলাই, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছিল ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)। বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশ মতো ওই দিন সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা জানতে 'জ্ঞানবাপী- শ্রিঙ্গার গৌরি' মামলায় বারাণসী জেলা দায়রা আদালত এএসআই-কে এই সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। কিন্তু, সেই সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষ। ওই দিনই বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানায়, ২৬ জুলাই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই) কোনও সমীক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য মুসলিম পক্ষকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেয় সর্বোচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারবে। একইসঙ্গে মুসলিম পক্ষের আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

মণিপুর ইস্যুতে শান্তি ফিরল না সংসদে; খাড়গের মন্তব্যে উদ্বিগ্ন ধনখড়, মুলতুবি লোকসভা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): মণিপুর ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও শান্তি ফিরল না সংসদে। এদিনও পন্ড হল সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম। রাজ্যসভায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই মণিপুর ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের উদ্দেশে উচ্চকক্ষের বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করছেন। খাড়গের মুখে এই কথা শোনার পর জগদীপ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমাকে কাউকে রক্ষা করতে হবে না, আমাকে সংবিধান রক্ষা করতে হবে...আপনার অধিকার। বিরোধী দলনেতার থেকে এই ধরনের একটি পর্যবেক্ষণ খুব স্বাস্থ্যকর নয়।'

এরপর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে দুপুর একটা নাগাদ বৈঠকের জন্য ফ্লোর নেতাদের আমন্ত্রণ জানান। তখন খাড়গে বলেন, 'আমি পরামর্শ দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করা উচিত।' মণিপুর ইস্যুতে লোকসভাও এদিন উত্তাল হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী লোকসভার কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য স্পিকারকে অনুরোধ করার জন্য চেয়ারকে অনুরোধ করেন।

সেই সময় আসনে থাকা রাজেন্দ্র আগরওয়াল বলেন, তিনি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বার্তা স্পিকারের কাছে পৌঁছে দেবেন। অধীর বলেন, 'তিনি আমাদের অভিভাবক।' এরপর দুপুর দু"টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

সাতসকালে ভরা বাজারে গুলিকাণ্ড নোয়াপাড়ায়

উত্তর ২৪ পরগণা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : সাতসকালে ভরা বাজারে গুলি চলল নোয়াপাড়ায়। গুলিবিদ্ধ হলেন এক ইমারতি দ্রব্য ব্যবসায়ী। আহত ওই ব্যবসায়ীকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করানো হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নোয়াপাড়া থানা এলাকার মায়াপল্লিতে ইমারতি দ্রব্যের ওই ব্যবসায়ীকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গুলিবিদ্ধ ওই ব্যবসায়ীর নাম রবীন দাস ওরফে ডন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। কে বা কারা কী ওই ব্যবসায়ীকে গুলি করল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের। কত জন দুষ্কৃতী হামলা চালিয়েছিল, তা নিয়ে প্রাথমিক ভাবে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। কেশব রাজবংশী নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, "দুই রাউন্ড গুলি করেছে। এক জন হেঁটে এসেছিল। এখানে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটি। গুলি করার পর ও পালিয়ে যায়।" স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশের মতে তিন জন দুষ্কৃতী এসে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

এবারেও দুর্গাপুজোকে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম করতে চায় বিজেপি

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোকে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না। কারণ, প্রতিটা বড় পুজোর উদ্যোক্তাই মোটামুটি তৃণমূলের মন্ত্রী-নেতা। তবু হাল ছাড়তে রাজি নন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার আপন উৎসব দুর্গাপুজোয় দলীয় নেতাদের আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ চায় রাজ্য বিজেপি।

বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় জেলায় দলীয় প্রেসিডেন্টদের কাছে সেই মর্মে নির্দেশ গিয়েছে। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর সঙ্গে দলের নেতা, কর্মীদের নিবিড় ভাবে যুক্ত হতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি পুজোয় নেতাদের প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকতে হবে। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওই পুজো সম্পন্ন করবেন নেতা, কর্মীরা। এ বিষয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

সূত্রের খবর, জেলা সভাপতিদের কাছে ১০ দফা নির্দেশ পাঠিয়েছে পদ্মশিবির। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই 'শারদীয়' নির্দেশটি। অনেকের মতে, দুর্গাপুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দল যাতে আলাদা করে নজর কাড়তে পারে, সেই চেষ্টায় আছেন রাজ্য নেতৃত্ব। দুর্গাপুজোয় প্রতি বছর ক্লাবগুলিকে আলাদা করে অনুদান দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর উদ্বোধন থেকে শুরু করে বিসর্জন, গোটা প্রক্রিয়াই শাসকদল তৃণমূলের দখলে বলা চলে। ক্লাবগুলিতে তৃণমূল নেতাদের প্রভাব কারও অজানা নয়। কলকাতায় তো বটেই, গোটা রাজ্যেই তৃণমূল নেতাদের নিজস্ব পুজো আছে। সে সবই বড় বাজেটের পুজো। এই দুর্গাপুজোর বাজারেই এ বার পা রাখতে চাইছে বিজেপিও।

রাজভবনে দুর্নীতি সেলের সমর্থনে তথাগত

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : ভোটের সময় সন্ত্রাসের একগুচ্ছ অভিযোগ সামনে আসার পর পিস রুম খুলেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আর এবার রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ করলেন তিনি।এ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বৃহস্পতিবার এই বিতর্কে সরাসরি অংশ নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

থিনি টুইটারে লিখেছেন, "আমরা তো সবাই চাই দুর্নীতির বিলোপ হোক, দোষীদের শাস্তি হোক। চাই কি না? তাহলে রাজ্যপাল রাজভবনে দুর্নীতি সেল চালু করায় ক্ষতি কি হয়েছে ?

দিল্লি সার্ভিস বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা, রাঘব বললেন কেড়ে নেওয়া হবে মানুষের অধিকার

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি সার্ভিস বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। আম আদমি পার্টি হোক অথবা কংগ্রেস-সমস্ত দলই এই বিলের তীব্র বিরোধীরা করেছে। আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা বলেছেন, 'দিল্লি সার্ভিস বিল দিল্লির মানুষের অধিকার কেড়ে নেবে। তাছাড়া, মনে হচ্ছে শাসকদল বিজেপি দিল্লি সার্ভিস বিল নিয়ে আলোচনা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

সিপিআই নেতা বিনয় বিশ্বম বলেছেন, 'দিল্লি (সার্ভিস) বিল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি বিল। এই বিলটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বিজেপি আমাদের সংবিধানের প্রতি কতটা অসংবেদনশীল।

আমরা এই বিলের বিরোধিতা করব।' শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেছেন, 'আমরা এই বিলের বিরোধিতা করব। কারণ এই বিল একটি নির্বাচিত গণতন্ত্র এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে।'

রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা মনোজ কুমার ঝা বলেছেন, 'আমি বারবার বলেছি, এটা শুধু দিল্লির জন্য নয়। তাঁরা (বিজেপি) গোটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।'

ছত্তিশগড়ের কোরবায় স্ত্রী সহ ৩ মেয়েকে খুন মানসিক অবসাদগ্রস্থ ব্যক্তির

কোরবা, ৩ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ের জাঞ্জগীর স্ত্রী ও তিন মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করলেন মানসিক অবসাদগ্রস্থ এক ব্যক্তি। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এখনও হত্যার কারণে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত দেশরাজ কাশ্যপের ১০ বছর ধরে মানসিক চিকিৎসা চলছে। ৩১ জুলাই তিনি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে চিকিৎসার জন্য যান। এরপর গভীর রাতে দেশরাজ তার স্ত্রী মংরা, তিন মেয়ে পুজা, ভাগ্যলক্ষ্মী এবং যচনাকে বেলচা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। যখন সবাই ঘুমোচ্ছিলেন তখন তিনি ঘটনাটি ঘটনা বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত দেশরাজ পলাতক। অভিযুক্ত দেশরাজের বাড়ি থেকে কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোলে অভিযুক্তের বাড়ির পরিস্থিতি দেখে পুলিশেরও চক্ষু চরকগাছ হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় চারজনের মৃতদেহ পড়ে ছিল। ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবোরেটরি টিমকে ডেকে তদন্ত শুরু হয়।

ঘটনার পর গত কাল ২ আগস্ট পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। জাঞ্জগীর চম্পা জেলার এ সপি বিজয় অগরওয়াল আজ, বৃহস্পতিবার জানান, অভিযুক্ত দেশরাজের ১০ বছর ধরে মানসিক চিকিৎসা চলছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে পোস্ট অফিসে আগুন, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুড়ে ছাই

মুম্বই, ৩ আগস্ট (হি.স.): পোস্ট অফিসে আগুন লেগে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে, মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায়।

মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় অবস্থিত পোস্ট অফিসে আজ সকালে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। ঘটনার ফলে পোস্ট অফিসের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অমরাবতীতে কালেক্টরেটের বিপরীতে পোস্ট অফিসে আজ সকাল ৬-টায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। আগুনের শিখায় পোস্ট অফিসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত আগুন লাগার সঠিক কারণ অনুধাবন করা যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হেজামারা আরডি ব্লকের অন্তর্গত ১টি ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন পাড়ায় মোট ৩ জনের নাম PMAY-G অতিরিক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু REGISTRATION করতে গিয়ে মোট ৩ জনকে SECC-2011 অনুসারে উল্লেখিত ঠিকানায় খোঁজে না পাওয়ার কারণে REGISTRATION করা যাচ্ছে না।

তাই এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাদের অবগত করা যাচ্ছে যে আপনারা আগামি ১০ই আগষ্ট ২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদি নিয়ে নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি অফিসে অথবা হেজামারা ব্লক অফিসে এসে REGISTRATION করার জন্য আবেদন করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম SECC-2011 তালিকা থেকে অপসারনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

SECC-2011 data অনুসারে নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল : -

Sl.No	Name of VC	Name of Beneficiary	Father Name	PMAY-G ID
1	CHANDPUR	ANIL DEBBARMA	CHANDRADHAN DEBBARMA	1339268
2	CHANDPUR	SATYALAXMI DEBBARMA	PUSHURAM DEBBARMA	1206546
3	CHANDPUR	SUBAL DEBBARMA	BAISWATH DEBBARMA	1359981

Sd/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
হেজামারা আরডি ব্লক

ICA/D-702/23

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

আলমারিতে কেচে রাখা কালো জামায় ছত্রাকের সাদা দাগ তুলে ফেলা যাবে সহজে

কাজ থেকে ফিরে বন্ধুর বাড়িতে যাবেন। ঘরোয়া আড্ডায় কালোরঙা একখানা শাড়ি পরবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু আলমারি থেকে তা বার করতেই মাথায় হাত। বর্ষায় গুমোট গন্ধ তো আছেই। সঙ্গে কালো শাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ছোপ ছোপ সাদা দাগ ভরে গিয়েছে। শাড়ির বিশ্রী গন্ধ না হয় সুগন্ধি দিয়ে ঢাকা দেওয়া যাবে।

কিন্তু কালো শাড়ির স্পষ্ট দাগ তো সহজে তুলে ফেলা যাবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষাকালে কম-বেশি সব পোশাকেই এমন ছত্রাকের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। তবে কালো রঙের উপর তা বোঝা যায় বেশি। পোশাকে মাড় হিসেবে ভাতের ফ্যান ব্যবহার করার পর, ভাল করে না শুকোলেও অনেক সময় এমন ছত্রাক দেখা দিতে পারে। তবে লন্ড্রিতে খরচ না করেও বাড়িতে সহজ উপায়েই ছত্রাকের এই দাগ তুলে ফেলা যেতে পারে।

পোশাক থেকে ছত্রাকের দাগ তুলবেন কী ভাবে? ১) পোশাকের যে অংশে প্রথমে ছত্রাকের দাগ রয়েছে সেই জায়গাটি একটি ব্রাশের সাহায্যে ভাল করে ঝেড়ে নিন।

২) এ বার একটি পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে পরিমাণ মতো ভিনিগার মিশিয়ে নিন। সঙ্গে আধ টেবিল চামচ বেকিং সোডাও মেশাতে পারেন। এই মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন ওই পোশাক।

৩) অন্য একটি বালতিতে ডিটারজেন্ট গুলে রাখুন। ভিনিগারের পাত্র থেকে পোশাক তুলে নিয়ে এ বার সাবানের মধ্যে দিয়ে দিন।

৪) এ বার কাচা পোশাক রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিন। অনেক পোশাকে সরাসরি রোদ লাগানো যায় না। সে ক্ষেত্রে ছাদ বা বারান্দার ছায়াবৃত জায়গা পোশাক শুকোতে দিন। কিন্তু ঘরের ভিতর, চার দেওয়ালের মধ্যে তা শুকোতে দেওয়া যাবে না।

৫) কাচা পোশাক ভাঁজ করে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে পর্যাপ্ত হাওয়া বাতাস চলাচল করতে পারে। বদ্ধ কাঠের আলমারিতে রাখলে আবার সেই একই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিষাক্ত ধূপের ধোঁয়া বা রাসায়নিক দেওয়া ক্রিম ছাড়াই মশা দূরে রাখা যায়

বর্ষার জমা জলে উপদ্রব বাড়ে মশার। শহরে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিনে দিনে। রাতে মশারির ভিতর ঘুমোলেও দিনের বেলা মশার ধূপ, ক্রিম, স্প্রে নানা উপায়ে মশা তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। তার উপর মশার ধূপ বা তরল ওষুধ দীর্ঘ ক্ষণ জ্বালিয়ে রাখাও ভাল নয়। বিশেষ করে যদি ঘরে কোনও বাচ্চা থাকে। বাচ্চাদের ত্বকে রাসায়নিক দেওয়া ''রেপেলেন্ট'' ক্রিম মাখানোও ভাল নয়। তা হলে কী ভাবে বাঁচা যায় মশার উপদ্রব থেকে? রয়েছে কিছু ঘরোয়া উপায়।

১) সিট্রনেলা অয়েল

ভাল সংস্থার ফিনাইলে অন্যতম একটি উপাদান হল সিট্রনেলা অয়েল। দিনে দুই থেকে তিন বার ঘর মোছার জলে মিশিয়ে নিতে পারেন এই প্রাকৃতিক তেল। আবার গায়ে মাখার ক্রিমেও এই তেল কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে মাখা যেতে পারে। শিশুদের ত্বকের জন্যেও তা নিরাপদ।

২) কর্পূর

মশার ধূপ সারা দিন না জ্বালাতে চাইলে ঘরের কোণে কর্পূর রাখতে পারেন। যে টেবিলে বসে সারা দিন কাজ করছেন বা খাটের পাশে রাখা টেবিলে রেখে দিতে পারেন, কিছুটা কাজ দেবে। এখন তো বিদ্যুতচালিত ''বার্নার'' কিনতে পাওয়া যায়। সেখানেও কর্পূর রেখে দিতে পারেন।

৩) ইউক্যালিপটাস অয়েল

প্রচুর মশা তাড়ানোর স্প্রে''র মূল উপাদান লেমন ইউক্যালিপটাস তেল। আমেরিকার ''সিডিসি'' এটিকে মশার তাড়ানোর অন্যতম উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই এসেনশিয়াল অয়েল স্প্রে করা যেতে পারে। আবার গায়ে মাখার ক্রিমে কয়েক ফোঁটা এই তেল মিশিয়েও মাখতে পারেন। অনেক ক্ষণ মশা দূরে থাকবে।

রান্নাতেই নয়, ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেও কাজে লাগে রসুন

আমিষ রান্নার স্বাদ বৃদ্ধিতে রসুন ব্যবহার করা হয়। রসুনের গন্ধও কেউ কেউ খুব পছন্দ করেন। তবে রসুনের আছে ঔষধি গুণও। সর্দিকাশি হোক কিংবা গাঁটের ব্যথা সব ক্ষেত্রেই দাওয়াই হতে পারে রসুন। কারণ রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল, যা প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে। ত্বকের পরিচর্যাতেও রসুনের ব্যবহার করা যেতে পারে।

রসুনে রয়েছে ভিটামিন বি-৬, সি, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, কপার। ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে কাজে আসে এই সব উপাদান। রসুনে অ্যালিসিন নামক এক উপাদান রয়েছে। তা ত্বক মসৃণ করে, ত্বকে বয়সের ছাপ ঠেকিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। ফলে ত্বকের যত্নে রসুনের ব্যবহার বেশ কার্যকর। কিন্তু কী ভাবে রূপচর্চায় রসুন ব্যবহার করবেন?

১) এক চামচ দইয়ে ২ কোয়া রসুন বাটা ও এক চামচ মধু দিয়ে সারা মুখে মেখে নিতে পারেন। মিনিট কুড়ি রাখার পর জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন। জেল্লা ফিরবে ত্বকের।

রূপচর্চায় কী ভাবে কাজে আসে রসুন?

২) নারকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েলে রসুন ফুটিয়ে নিয়ে লাগাতে পারেন ত্বকে। ব্রণ কিংবা দাগছোপ এতে সেরে যাবে। না ফুটিয়ে রসুন থেঁতোও করে নেওয়া যায়। তা সরাসরি মিশিয়ে নিতে পারেন তেলের সঙ্গে। তার পর ত্বকে লাগান। তিন থেকে চার মিনিট মতো রেখে দিন। এর পর ভাল করে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। কিছু ক্ষণ পর নরম তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিন।

৩) অ্যালো ভেরা জেলে কয়েক চামচ জল মিশিয়ে পাতলা করে নিন। এ বার ২ কোয়া রসুন বেটে মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ফ্রিজে রাখুন। ফ্রিজ থেকে বার করে ব্রণের স্থান কিংবা ক্ষতস্থানের উপর হালকা হাতে মিশ্রণটি লাগিয়ে রেখে দিন কিছু ক্ষণ। পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অন্দরসজ্জায় সাজানো বাগান কি শুকিয়ে যাচ্ছে?

অন্দরের ভোলবদল করতে গাছের জুড়ি মেলা ভার। তবে গাছ কিনলেই তো হল না, তাকে সজীব রাখতে হলে চাই ঠিক পরিচর্যা আর যত্ন। গাছের পরিচর্যা বলতে অনেকে আবার বোঝেন শুধু দু'বেলা জল দেওয়া। এই ধারণা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। বিশেষ করে ঘরের ভিতরে ঠাঁই পাওয়া শৌখিন গাছগুলির একটু বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। গাছের যত্ন নিতে গিয়ে এমন কিছু করে ফেলবেন না, যাতে তাদের ক্ষতি হয়। অন্দরসজ্জার জন্য রাখা বাড়ি ভর্তি গাছের যত্ন নেবেন কী ভাবে? ১) গাছ ভাল রাখতে সকাল-বিকেল নিয়ম করে গাছে জল দিয়ে যাচ্ছেন? প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল কিন্তু গাছের শিকড় পচিয়ে দিতে পারে। তাই জল দেওয়ার আগে মাটি ভাল করে যাচাই করে দেখে নিন, আদৌ জলের প্রয়োজন রয়েছে কি না।

২) বর্ষায় সূর্যের তাপের অভাব হয়ে গাছগুলি শুকিয়ে যেতে পারে। সারা দিনের মধ্যে অল্প একটু সময় যদি রোদ না পায়, গাছ কিন্তু ঝিমিয়ে পড়তে পারে। চেষ্টা করুন জানলার কাছে যেখানে রোদ ঢোকে, সেখানেই গাছগুলি রাখার। স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে গেলে শুধু জল বা রোদ নয়, প্রয়োজন ঠিক তাপমাত্রারও। ছবি:শাটারস্টক।

৩) স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে গেলে শুধু জল বা রোদ নয়, প্রয়োজন ঠিক তাপমাত্রারও। ঘরে বা অফিসের টেবিলে থাকা গাছগুলি যদি সারা ক্ষণ এসির মধ্যে থাকে, তা হলেও কিন্তু গাছের পাতা শুকিয়ে যেতে পারে।

৪) বর্ষার মরসুমে ঘরের মধ্যে রাখা গাছেও কিন্তু পোকামাকড় হানা দিতে পারে। এমন কিছু কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় রয়েছে, যেগুলি সাধারণত চোখে দেখা যায় না, তারাও কিন্তু গাছের ক্ষতি করতে পারে। তাই প্রয়োজনে ঘরের গাছগুলিতেও কীটনাশক ব্যবহার করুন।

৩ জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনলেই চুল বাড়বে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে

চুল কেন পড়ছে, তা নিয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করছেন। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কেউ মনে করেন, বর্ষাকালে চুল ঝরে পড়ার সমস্যা বেড়ে যায়। আবার কারও মতে, মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়াই চুল ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত চুল পড়া আটকাতে নিয়মিত চুল কেটে ছোট করে ফেলেন অনেকে। কিন্তু কেটে ফেলার পর থেকেই অদ্ভুত এক অপরাধবোধ কাজ করতে থাকে। কত দিনে আবার চুল বড় হবে, তার জন্য নানা রকম তেল মাখতে থাকেন। চলতে থাকে নামীদামি প্রসাধনীর ব্যবহার। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করতে চাইলে মাথার ত্বকে পুষ্টির জোগান দেওয়ার পাশপাশি শরীরের বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি পূরণ করার দিকেও নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। চুল বড় করতে গেলে আর কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

১) পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া

চুলের গোড়ায় উপস্থিত কোষের বিভাজন হয় দ্রুত গতিতে। তাই নিয়মিত পুষ্টিকর খাবারের জোগান দেওয়া প্রয়োজন। চুল পড়া আটকানো এবং চুলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রেও যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন, বিভিন্ন ধরনের খনিজের পাশপাশি প্রোটিন বেশি করে খাওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও জিঙ্ক, আয়রন, ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

২) মানসিক চাপ কমানো

চুল বাড়ছে না বলে যদি মানসিক চাপ বাড়িয়ে ফেলেন, সে ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বাড়বে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানসিক চাপ বেড়ে গেলে, খাওয়াদাওয়ার দিকেও বিশেষ নজর দেন না অনেকে। ফলে চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে।

৩) রাসায়নিকের ব্যবহার কম

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অনেকেই চুলে নানা রকম কায়দা করেন। যার বেশির ভাগই রাসায়নিক-নির্ভর। আবার অনেকেই মাত্রারিক্ত তাপ দিয়ে চুলের ভোল পাল্টে দেন। যার প্রভাবে চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। চুলে ঝরে পড়ার সমস্যা বেড়ে যায়।

৪) নিয়মিত স্ক্যাল্প মালিশ

মাথার ত্বকে নিয়মিত মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। চুলের গোড়ায় মৃত কোষ জমে থাকার সমস্যাও কমে। সারা দিনের যে কোনও সময়েই মালিশ করা যায়। খুব ভাল হয়, যদি শ্যাম্পু বা স্ক্রাব করার সময়ে মাথার ত্বকে মালিশ করতে পারেন।

৫) নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডগা ছাঁটা

অনেকেই মনে করেন, নিয়মিত চুল কাটলে চুল তাড়াতাড়ি বড় হয়। আবার অনেকের কাছে এ শুধুই প্রচলিত ধারণা। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে, চুলের ডগা ফাটলে চুলের বৃদ্ধি থমকে যেতে পারে।

স্বাস্থ্যের কথা ভেবে রোজ সকালে পালং শাকের রস খাচ্ছেন?

এখন সারা বছরই বাজারে পালং শাকের দেখা মেলে। বাঙালি বাড়ির মধ্যাহ্নভোজ এবং নৈশভোজে থাকে পালং শাকের নানা পদ। বিশেষ করে বেগুন, কুমড়ো দিয়ে মরিচ ঝোল তো মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে। এ ছাড়া পালং শাক দিয়ে চিকেন, পনির খেতেও মন্দ লাগে না। প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এ এবং সি-তে ভরপুর এই শাক খাদ্যতালিকায় দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, হজম ভাল হয়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হিমোগ্লোবিন কমে গেলেও ডায়েটে পালং শাক রাখলে উপকার পাওয়া যাবে। তবে অনেকেই শরীর চাঙ্গা রাখতে পালং শাকের রস কিংবা স্মুদি খেয়ে থাকেন। এই ভাবে শাক খেলে কি আদৌ উপকার পাওয়া যায়?

পুষ্টিবিদদের কেউ কেউ বলছেন এই ভাবে রোজ পালং শাকের রস কিংবা স্মুদি খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পালং শাক আয়রনের ভাল উত, তবে এতে অক্সালেট নামক একটি যৌগও থাকে। এই যৌগকে শরীর সম্পূর্ণ ভাবে শোষণ করতে পারে না, ফলে জমাট বাঁধে কিডনিতে। ইদানীং কিডনিতে পাথর এমনকি গলব্লাডারে পাথর তৈরি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই যৌগ। আমাদের শরীর যতটা পরিমাণে অক্সালেট শোষণ করতে পারে এক গ্লাস পালংয়ের রসে তার থেকে দশ গুণ বেশি অক্সালেট থাকে। এই যৌগ ক্যালশিয়ামের সঙ্গে জমাট বেঁধে কিডনি কিংবা গলব্লাডারে পাথর তৈরি করে। কী কী সমস্যা হতে পারে বেশি পালং শাক খেলে?

১) পালং শাকে থাকে অক্সালিক অ্যাসিড। এই উপাদানটি অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হলে, শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ শোষণের মাত্রা কমে যায়। ফলে শরীরে খনিজ পদার্থের ঘাটতি দেখা যেতে পারে।

২) পালং শাকে হিস্টামিন থাকে। যা শরীরে অ্যালার্জির মতো উপসর্গ তৈরি করতে পারে। তবে এই উপসর্গ প্রবল হওয়ার আশঙ্কা কমই।

৩) পালং শাকের ফাইবারের পরিমাণ অনেকটা। তাই অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে গ্যাস অম্বলের সমস্যা, কিংবা পেটের গোলযোগ দেখা দিতে পারে। যাঁদের আগের থেকে কোলাইটিসের মতো সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অনেককেই শাক খেতে নিষেধ করেন চিকিৎসকরা।

৪) যাঁদের থাইরয়েডের সমস্যা আছে, তাঁদেরও এই শাক বুঝেশুনে খেতে হবে। এই শাক অতিরিক্ত খেলে থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

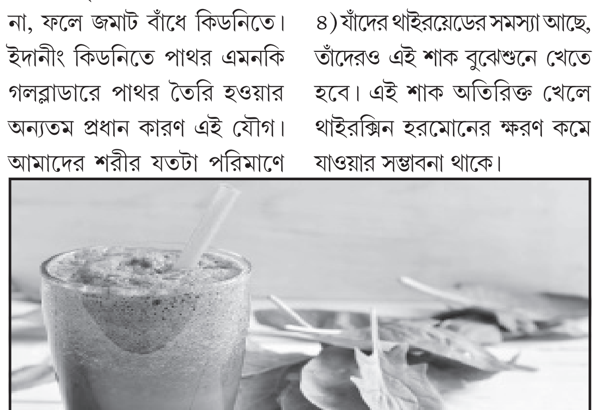

পেট ঠান্ডা করতে পারে হেঁশেলের বিশেষ একটি মশলা

পেট ফাঁপা, পেট গুড়গুড়, পেট খারাপ পেটরোগা বাঙালির প্রাথমিক নিদান হল মৌরি-মিছরি ভেজানো জল। পেটে কোনও রকম অস্বস্তি হলেই শুনে আসতে হয়েছে "পেট গরম" শব্দ বন্ধটি। কিন্তু এই পেট যে কী ভাবে গরম হয়, তা হয়তো জানেনই না অনেকে। চিকিতকেরা বলছেন, অতিরিক্ত তেল-মশলা দেওয়া খাবার হজমের প্রক্রিয়ায় পাকস্থলীর অভ্যন্তরে যে তাপ উতন্ন হয়, তা-ই আসলে পেট গরম হওয়ার কারণ।

এই অতিরিক্ত তেল-মশলা বা চর্বিজাতীয় খাবার হজম করতে পাকস্থলীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। যার ফলে মাত্রাতিরিক্ত তাপ উতন্ন হয়। সেখান থেকে পেটে অ্যাসিডের পরিমাণও বেড়ে যেতে পারে। যা থেকে পরবর্তীকালে পেটের গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। "সায়েন্টিফিক রিপোর্টস" পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য বলছে, গরম মশলায় ব্যবহৃত দারচিনি দেহের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। দারচিনির মধ্যে রয়েছে প্রদাহ নাশকারী কিছু যৌগ, যা পেটের তাপজনিত অস্বস্তিতে আরাম দেয়। খাবার হজমে সহায়ক উতেচকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। ফলে অতিরিক্ত তেল-মশলা যুক্ত খাবার হজম করতে সমস্যা হয় না।

কোন কোন পানীয়ের সঙ্গে দারচিনি মিশিয়ে খাওয়া যায়? পেট ফাঁপা বা হজম জনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদা-দারচিনি ফোটানো জল, দারচিনির চা খাওয়া যেতেই পারে। অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল নানা রকম যৌগ থাকায় পেটের যে কোনও রকম সংক্রমণ রুখতে কাজ করবে দারচিনি। অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে দারচিনি।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতাকে বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান অর্জন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতাকে কখনই বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, দৃষ্টিহীন ভাই-বোনদের একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদান করা সরকারের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের দায়িত্ব। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ব্লাইন্ডের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদান করা সমগ্র সমাজের দায়িত্ব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, প্রতিবন্ধীরা যাতে যথাযথ শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, অ্যাক্সেসযোগ্য পাবলিক প্লেস এবং একটি নিরাপদ ও উন্নত জীবন পায়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'দৃষ্টিহীনদের নিজেদের প্রতিভা দেখানোর জন্য কারও দয়া অথবা করুণার প্রয়োজন নেই, তবে সমান সুযোগ, শিক্ষা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতে দৃষ্টিহীন-সহ বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছেন। আমাদের এই ভাই-বোনদের একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদান করা সরকারের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের দায়িত্ব।' রাষ্ট্রপতির কথায়, 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান অর্জন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতাকে কখনই বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। অন্ধ হয়েও সুরদাস রাধা-কৃষ্ণের জীবনকাহিনীকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, চোখ থাকা ব্যক্তির পক্ষে তা করা অত্যন্ত কঠিন।'

পুনেতে দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত ১, আহত আরও ১ জন

মুম্বই, ৩ আগস্ট (হি.স.): দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, পুনে জেলার মুম্বই-পুনে মহাসড়কের বোরঘাট এলাকায়। দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকাল ৮টা নাগাদ মুম্বই-পুনে হাইওয়েতে বোরঘাট পুলিশ পোস্টের কাছে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় দুটি ট্রাকের মধ্যে একটি ট্রাকের চালকের মৃত্যু হয়েছে, অপর ট্রাক চালক আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্থ একটি ট্রাকে কাঁচ বোঝাই করা ছিল, যেগুলো হাইওয়েতে পড়ে যায়। তারফলে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার সেখান থেকে কিছুটা দূরে একটি কন্টেনার ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে যায়। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই, তবে বুধবার এলাকায় ওই কারণে প্রচুর যানজট তৈরি হয়। বুধ, বৃহস্পতি টানা দুদিন এই রাস্তায় দুর্ঘটনার ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

ফুরফুরার উন্নয়নে নজর নবান্নের, বরাদ্দ ৫৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মালম্বীদের কাছে ফুরফুরা পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানকার পিরজাদা তথা হুজুরদের ঘিরে আবেগও তেমনই। সারা বছর রাজনীতিকদেরও যাতায়াত লেগে থাকে হুগলির জাঙ্গিপাড়া ব্লকের এই জনপদে। সেখানকার উন্নয়নকল্পে সাড়ে ৫৮ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, ফুরফুরার উন্নয়নে মোট ৬২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৯২ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে ওই অর্থ খরচ করা হবে।
বিধানসভার অধিবেশনে ফিরহাদ এ কথা বলার পর ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা তথা ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি প্রশ্ন তোলেন, ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের অফিস কোথায়? জবাবে ফিরহাদ বলেন, "এখনও কোনও অফিস আমরা পাইনি। ওখানে একটা পরিত্যক্ত জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই অফিস হবে। ফুরফুরা শরিফের গেটের পাশে যে জমি রয়েছে সেখানেই অফিস, মুসাফিরখানা হবে। আপাতত শ্রীরামপুরে মহকুমা

সেরে উঠছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিকিৎসক এবং ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে বলছেন কথা

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এখনও তিনি নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরি সাপোর্টে রয়েছেন। কথা বলছেন চিকিৎসক এবং ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার উডল্যান্ডস হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। ফুসফুস এবং শ্বাসনালীতে গুরুতর সংক্রমণ নিয়ে গত শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বুদ্ধদেব, তার পর কেটে গিয়েছে ছ'দিন। এর মধ্যে বেশ কিছুটা সেরে উঠেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে জারি করা মেডিক্যাল বুলেটিনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখন স্থিতিশীল রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এখনও তিনি নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরি সাপোর্টে রয়েছেন। বুদ্ধদেব চিকিৎসক এবং যাঁরা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে আসছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। বুধবার রাতে আচমকাই বুকে অস্বস্তি অনুভব করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি করানো হয়। সেই রিপোর্টে চিন্তার কিছু খুঁজে পাননি চিকিৎসকেরা। পরে করানো হয় এক্সরে। বৃহস্পতিবার তাঁর আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

দেশে অঙ্গ দান বাড়ানোর জন্য সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে : মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): দেশে অঙ্গ দান বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ১৩-তম ভারতীয় অঙ্গ দান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৩ সালে প্রায় ৫ হাজার মানুষ নিজেদের অঙ্গ দান করতে এগিয়ে এসেছিলেন, এখন বছরে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ অঙ্গ দাতা। ডঃ মান্ডভিয়া বলেছেন, অঙ্গ দান প্রচেষ্টার অংশ হয়ে থাকা সমস্ত মানুষকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রশংসা করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, অঙ্গ দাতাদের ছুটির মেয়াদ ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ দিন করা হয়েছে এবং বয়সের সীমা ৬৫ বছর দূর করা হয়েছে।
মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার দেশে অঙ্গদানকে জনপ্রিয় করতে আরও নীতি ও সংস্কার আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
১৩-তম ভারতীয় অঙ্গ দান দিবস অনুষ্ঠানটি মৃত দাতাদের পরিবারকে তাঁদের প্রিয়জনের অঙ্গ দান করার সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য, মৃতদের অঙ্গ দানের বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কর্মরত চিকিৎসা পেশাজীবীদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

রাঙ্গালিবাজনায় পেট্রোল পাম্পে দাঁড়ানো ট্রাকে হঠাৎ আগুন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ জুলাই (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার রাঙ্গালিবাজনার একটি পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে আচমকাই আগুন। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে পেট্রোল পাম্পে।
পাম্পে দাঁড়ানো অবস্থায় ট্রাকের চালকের কেবিনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। পাশাপাশি কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পেট্রোল পাম্পকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। দমকলের অপেক্ষা না করে স্থানীয় বাসিন্দা ও পেট্রোল পাম্প কর্মীরাই আগুন নেভাতে লেগে পড়েন। প্রায় ৩০ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অবশ্য পেট্রোল পাম্পে আগুন ছড়ায়নি। ফলে বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে চালকের কেবিনে। আগুনে ট্রাকটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়া বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইছে : জেলেনস্কি

কিয়েভ, ৩ আগস্ট (হি. স.) : বন্দর পরিকাঠামোতে আক্রমণের মাধ্যমে রাশিয়া বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
বুধবার রাতে দেওয়া ভিডিও ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, মস্কো একটি বৈশ্বিক বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে যুদ্ধ চালাচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য বাজারে তাদের পতনের প্রয়োজন, তাদের দামের সংকট দরকার, তাদের সরবরাহে বাধা দরকার। এই হামলার মাধ্যমে মস্কো খাদ্য বাজার, দাম ও সরবরাহের সংকটের সঙ্গে 'বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়' তৈরি করতে চাইছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কিয়েভের সঙ্গে থাকা কৃষ্ণ সাগর শস্যচুক্তি থেকে সরে আসে রাশিয়া। এরপর থেকে ইউক্রেনের বন্দরগুলোতে হামলা বাড়িয়েছে দেশটি। গতকালই ইউক্রেনের ওডেসা অঞ্চলের দক্ষিণে বন্দর ও শিল্প স্থাপনায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এই হামলায় একটি শস্য সাইলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মণিপুর : ইমফল শহরে হিংসার চেষ্টা

ইমফল, ৩ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুরের রাজধানী ইমফল শহরে নতুন করে হিংসার চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তের দল। এদিকে বিষ্ণুপুরে ২ নম্বর আইআরবি-র অস্ত্র লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
সূত্রের খবর, আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইমফল শহরে অবস্থিত ২ নম্বর মণিপুর রাইফেলস-এর সদর ছাউনির বাইরে দুর্বৃত্তদের এক দল জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এক সময় দুর্বৃত্তের দল ছাউনির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। নিরাপত্তা কর্মীরা তখন কাঁদানে গ্যাসের শেল ও স্মোক বোমা নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সূত্রের দাবি, বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে কয়েকজন মহিলা আহত হয়েছেন।
সূত্রটি আরও জানিয়েছে, গতকাল রাতে বিষ্ণুপুর জেলার নারানসেনায় অবস্থিত ২ নম্বর আইআরবি-এর প্রায় ৩০০ অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা।

নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

নাগরাকাটা, ৩ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ভোরে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। সেখানকার ৮ নম্বর সেকশনে আগে থেকেই খাঁচা পেতে রাখা হয়েছিল। সেখানে একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি হয়।
বন দফতরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, 'চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' দিন কয়েক আগেই বাগানের ওই এলাকায় একটি গোরু চিতাবাঘ সাবাড় করে। তখনই ৮ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতার বন্দোবস্ত করে বাগান কর্তৃপক্ষ। সহকারী ম্যানেজার অশোক ঝা বলেন, '৫ ও ১৯ নম্বর সেকশনেও চিতাবাঘের আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' এদিন ভোরে চিতাবাঘ বন্দি হওয়ার খবর চাউর হতেই শয়ে শয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে ভিড় জমান। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা চলে আসেন। খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে নিয়ে তাঁরা গাড়িতে চলে যান।

বাজুমকে প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্সাপন করা হবে না : চিয়ানি

নিয়ামে , ৩ আগস্ট (হি. স.) : চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে নারাজ নাইজারের সেনা সরকার। তারা আফ্রিকার ১৫ দেশের জোট ইকোয়াসের হুমকি উড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমকে এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে। অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তা জেনারেল আব্দুররহমান চিয়ানি বলেছেন, মোহাম্মদ বাজুমকে প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্সাপন করা হবে না।
নাইজারের অভ্যুত্থান নেতা আব্দুররহমান চিয়ানি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট বাজুমকে পুনর্বহালের চাপের কাছে মাথা নত করবেন না। তিনি পশ্চিম আফ্রিকার নেতাদের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞাকে 'অবৈধ' এবং 'অমানবিক' বলে সমালোচনা করেছেন। একইসঙ্গে দেশবাসীকে জাতি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে নাইজারের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আফ্রিকার ১৫ দেশের জোট ইকোয়াস। আগামী ৬ আগস্টের মধ্যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে শক্তি প্রয়োগের হুমকিও দিয়েছে। ইতিমধ্যে ক্ষমতা দখলকারী সৈন্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জোটের পক্ষ থেকে নাইজারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে। দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক নাইজেরিয়ান নেতা আব্দুল সালামি আবুবকর। ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করে জেনারেল চিয়ানি বলেছেন, 'সেনাবাহিনী এসব নিষেধাজ্ঞা এবং হুমকি-ধমকিকে প্রত্যাখ্যান করে, যেখান থেকেই এসব হুমকি আসুক। নাইজারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যে কোনও হস্তক্ষেপ আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।' দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যারা আমাদের কঠোর পরিশ্রমী জনগোষ্ঠীকে দুর্ভোগ দিতে ও দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের পরাজিত করতে আমরা নাইজারের জনগণকে সামগ্রিকভাবে তাদের ঐক্যের আহ্বান জানাই।

কাকু-র চিকিৎসা কেন এসএসকেএম-এ, দ্রুত উত্তর চায় হাই কোর্ট

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চান নিয়োগ দুর্নীতি গ্রেফতার হওয়া সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে চলছে মামলা।
আদালত জানতে চায়, কালীঘাটের কাকুর চিকিৎসা কি এসএসকেএমে সম্ভব নয়? বৃহস্ফতিবার বিকেলের মধ্যেই উত্তর দিতে হবে আদালকে। বিকেলেই মামলার পরবর্তী শুনানি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, কালীঘাটের কাকুর জন্য কোনও মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করাবে কি না ! তাঁর শারীরিক অবস্থা কী, সেটাও জানাতে হবে।
দিন শুনানিতে বিচারপতির আরও মন্তব্য, "স্ত্রী মারা যাওয়ার মাত্র ১৫ দিনের জন্য প্যারোলে গেলেন। তারপর বললেন কার্ডিয়াক সমস্যা। ফলে তদন্ত করার সমস্যা হবে ইডির। প্রাথমিক পর্যায়ে জামিন ছাড়াও হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব। জামিন দিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালে খারাপ বার্তা যাবে অন্য বন্দিদের কাছে।"
এমনকী, এসএসকেএমে চিকিৎসার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেখানে চিকিৎসা না নিতে চান কালীঘাটের কাকু, তাহলে মামলা খারিজ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিচারপতি। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর তরফে আইনজীবী কিশোর দত্ত অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার আরজি জানান। তিনি বলেন, "পেসমেকার আছে। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে আছে বন্দির পছন্দে চিকিৎসা হতে পারে।" এর আগে মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আরজি জানানো হয়েছিল কালীঘাটের কাকুর পক্ষ থেকে। এবার আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আরজি জানানো হয়েছে।"
এ দিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, "বেসরকারি হাসপাতালে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের চিকিৎসা কেন করানো প্রয়োজন, তা জানতে চায় হাইকোর্ট। জামিন বাদ দিয়ে চিকিৎসার আর্জি শুনবে আদালত। এসএসকেএম যতক্ষণ না বলবে যে তারা এই চিকিৎসা করতে সমর্থ নয়, ততক্ষণ আদালত বিশ্বাস করতে পারছে না যে বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে ।"
ইডির তরফে আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি বলেন, 'এসএসকেএম বাকি সময়ে ভালো। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে রিপোর্ট সঠিক হয় না। আদৌ কি অসুস্থ উনি !'

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

মালবাজার, ৩ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের লোকজন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান।
জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সোনালী খালকো (২৪)। বাড়ি বানারহাট ব্লকের চুনাভাটি চা বাগানের উপর লাইনে। গত ৩১ জুলাই গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে মাল বাজারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিজারিয়ান পদ্ধতিতে ১ অগাস্ট তাঁর কন্যাসন্তান প্রসবও হয়। সন্তান সুস্থ ছিল। তবে পরিবারের অভিযোগ, অপারেশনের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর বুধবার রাতে হাসপাতালেই তিনি মারা যান তিনি। মৃতার স্বামী রূপলাল ওরাওঁ বলেন, 'অপারেশনের পর আমাদের রক্ত আনতে বলা হয়।
আবার ফের অপারেশনের কথাও বলা হয়। চিকিৎসা গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটল।' এদিন সকাল থেকেই হাসপাতালে ভিড় করেন বিক্ষোভ দেখান মৃতার আত্মীয় স্বজনরা।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবীন থাপা, মহকুমা শাসক করণের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রথীন্দ্রনাথ সরকার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনের ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ প্রশাসনিক স্তরে দায়ের হয়নি।

মোদী ও রাজনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ সিদ্দারমাইয়ার, দিল্লিতে পৌঁছে বললেন কর্ণাটকে সব ঠিকঠাক

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন সিদ্দারামাইয়া। বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে এসেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার সিদ্দারামাইয়ার জন্মদিন।বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে আসেন সিদ্দারামাইয়া। সেখানেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও। সিদ্দারামাইয়া এদিন সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'কর্ণাটকে সব ঠিকঠাক আছে... আমার ও ডি কে শিবকুমারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, আমরা একসঙ্গে আছি।'

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের তিনটি ছবির স্বত্ব

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : "গুপী গাইন বাঘা বাইন", "অরণ্যের দিনরাত্রি" এবং "প্রতিদ্বন্দ্বী" সত্যজিৎ রায়ের এই তিন ছবির স্বত্ব কিনতে চলেছে ইউএস ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি "জেনাস ফিল্মস" । বাঙালির হাসি কান্না এবং সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এই তিনটি ছবি । কিন্তু এবার বিক্রি হতে চলেছে এই ছবিগুলির স্বত্ব। ইউএস ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি "জেনাস ফিল্মস" কলকাতার প্রযোজকের কাছ থেকে সত্যজিতরায়ের এই তিনটি ছবির স্বত্ব কিনতে চলেছে। এই তিনটি চলচ্চিত্রই যে প্রযোজনা সংস্থা থেকে আসে সেই পরিবারের উত্তরাধিকারী প্রিয়া সিনেমা হলের মালিক অরিজিৎ দত্ত । তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "আমি এই তিনটি ছবি বিক্রি করে দিচ্ছি। ইতিমধ্যেই জেনাস ফিল্মসের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এগুলি সংরক্ষণ করা বাড়তি চাপ হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সারাদিন সেই ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখা প্রয়োজন। সেটা বেশ ব্যয়বহুল। কষ্ট হলেও তাই এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমরা প্রযোজক তাই সন্দীপ রায়েরও এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই বলে মনে হয় আমার।' প্রসঙ্গত, জেনাস ফিল্মস এর আগে "অপু ট্রিওলজি" সংরক্ষণ করে। সত্যজিৎ রায়ের কাজ সংরক্ষণের জন এবার নতুন দায়িত্ব নিতে চলেছেন তাঁরা। ১৯৬৯ সালে পূর্ণিমা পিকচার্সের ব্যানারে মুক্তি পায় "গুপী গাইন বাঘা

ভিলওয়ারায় ইটভাটায় ১৪ বছরের নাবালিকার দগ্ধ দেহ উদ্ধার

জয়পুর, ৩ আগস্ট (হি. স.) : রাজস্থানের ভিলওয়ারায় একটি ইটভাটায় ১৪ বছরের এক নাবালিকার দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে ওই নাবালিকা তার মায়ের সঙ্গে ছাগল চরাতে বেরিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর তাঁর মা দেখেন মেয়ে সঙ্গে নেই। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়দের বিষয়টি জানান তিনি। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর এদিন ভোরে বাড়ি কাছের একটি মাঠে ইটভাটায় নাবালিকার দগ্ধ দেহাংশ উদ্ধার হয়। এদিকে ঘটনায় স্থানীয়রা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের দাবি, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ঘটনায় পুলিশের গাফিলতির অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয়রা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পিছিয়ে গেল ঘুমার'-এর ট্রেলার মুক্তি

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা ক্রিকেটারের ভূমিকায় এবার সাইয়ামি খের আর কোচের ভূমিকায় অভিষেক বচ্চন। আগামী মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে ""''ঘুমার""। কথা ছিল বৃহস্পতিবার মুক্তি পাবে ""''ঘুমার""-এর ট্রেলার। কিন্তু পিছিয়ে গেল ""''ঘুমার""-এর ট্রেলার মুক্তি।ছবি নিয়ে চড়ছে উন্মাদনার পারদ। বুধবার প্রকাশ্য এসেছে ছবির টিজার। পাশাপাশি ট্রেলার মুক্তির তারিখও প্রকাশ্যে আসে। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসার কথা ছিল এই ছবির ট্রেলার। কিন্তু জানা যাচ্ছে ৪ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার প্রকাশ্যে আসবে এই ছবির ট্রেলার। জনপ্রিয় আর্ট ডিরেক্টর নিতিন দেসাইয়ের মৃত্যুর খবরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পিছিয়ে দেওয়া হল ট্রেলার মুক্তির তারিখ।

ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন মনোজ তিওয়ারি

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বাংলা দলের অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। আজ ফেসবুক পোস্টে মনোজের বার্তা,"ক্রিকেট আমাকে সবকিছু দিয়েছে। আজ জীবনে যা কিছু পেয়েছি, সবটাই ক্রিকেটের জন্য।"বিদায় বেলায় নিজের কোচ মানবেন্দ্র ঘোষকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন সমর্থকদের কথাও। ২০০৪-০৫ মরশুম থেকে এ পর্যন্ত বাংলা দলের উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন বাংলা দলের অধিনায়কও ছিলেন। সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রায় ১০ হাজার রানের মালিক মনোজ। রয়েছে ২৯টি শতরান ও ৪৫ টি অর্ধশত রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে সহ নাইট রাইডার্সয়ে একাধিক ম্যাচ খেলেছেন মনোজ তিওয়ারি।

বরখাস্ত

● **প্রথম পাতার পর** কর্মচারী সাসপেনশনে একদিকে যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে খুশির আমেজ এমনি অফিসের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে স্বচ্ছতার বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২৩ আগস্ট থেকে জেলাভিত্তিক অনাবাসিক গ্রীষ্মকালীন লন টেনিস কোচিং ক্যাম্প

আগরতলা।। পাঁচদিনব্যাপী জেলাভিত্তিক অনাবাসিক গ্রীষ্মকালীন লন টেনিস কোচিং ক্যাম্প আগামী ২৩ আগস্ট থেকে বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হবে। চলবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এই লন টেনিস কোচিং ক্যাম্প শুরু হবে। জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান।

জেলাশাসক জানান, এই কোচিং ক্যাম্পে ৫-৮ বছর, ৮-১২ বছর এবং ১২ বছর বয়সের উর্দ্ধের ৫০ জন ছেলেমেয়েকে বিনামূল্যে ল্ টেনিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও এই ক্যাম্পে অংশ নিতে পারবে। তিনি জানান, ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং নেশামুক্ত ভারত অভিযান এই দু'টি কর্মসূচিকে সার্থকরূপ দেবার জন্য এই কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান, খেলাধুলার মধ্যে ছেলেমেয়েরা যুক্ত থাকলে তারা নেশার কবল থেকে দূরে থাকবে।   সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক খেলোয়াড়গণ আগামী ১৬ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে ৯টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৩.৩০ মিনিট থেকে ৬টা পর্যন্ত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে কোচ দেবু দেববর্মার মোবাইল নম্বর ৮৭৯৪৫২৭০৯১ এবং শারীর শিক্ষক বেনু দেবের মোবাইল নম্বর ৯৪৩৬৫২০৫১৬-এ তারা যোগাযোগ করতে পারবেন। কোচিং-এর সময় বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। সাংবাদিক সম্মেলনে যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর শীর্ষেন্দ দেববর্মা আলোচনায় অংশ নেন।

পরিষেবা

● **প্রথম পাতার পর** দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অনুরোধে এম বি বি বিমানবন্দরের ব্যুরো অব ইমিগ্রেশনে ১৭ জন আরক্ষাকর্মীকে নিযুক্ত করার জন্য ডিজিপি-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রনালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরক্ষা ও পরিবহন দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আগরতলা-চট্টগ্রাম রুটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর যাবতীয় প্রক্রিয়া দ্রত শেষ করার জন্যও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা জানান, আগরতলা-চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে পরিবহন দপ্তর। মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষনা করা এবং আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রনালয়কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধও জানানো হয়।পাশাপাশি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরকে ইমিগ্রেশন চেক পোষ্ট হিসাবে ঘোষনা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এমবিবি বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন চেক পোষ্ট স্থাপনের বিষয়টি বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে মুখ্যসচিব সভায় অবহিত করেন। সভায় এছাড়াও পরিবহন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, আরক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী ও পরিবহন দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয়দের

● **প্রথম পাতার পর** অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পানীয় জল সরবরাহ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান দীর্ঘদিন ধরে পাইপ লাইনে জল সরবরাহ করার ফলে এলাকার বাড়ি করে টিউবয়েল কিংবা পানীয় জলের বিকল্প কোন উৎস নেই। স্বাভাবিক কারণেই পাইপ লাইনে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় তারা বিপাকে পড়েছেন।

বিধায়ক টিম

● **প্রথম পাতার পর** পাশাপাশি চিকিৎসকদের সাথে আলোচনা করেন প্রতিনিধিরা। পরবর্তীতে সেখান থেকে ফিরে এসে সোনামুড়া সিপিআই(এম) দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন বিধায়ক সহ নেতৃত্বরা। তারা পরিদর্শন কালে গোটা বিষয়ের চিত্র সাংবাদিকদের সামনে তোলে ধরে বলেন, প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সেক্ষেত্রে অনেকটা অবহেলা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমানে স্বাস্থ্য কর্মী নেই, শয্যার সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। এম্বুলেন্স পরিষেবা উন্নয়ন দরকার। সেখানকার সাধারণ মানুষ অনেকটাই আতনগ্রস্থ হয়ে আছেন। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শঙ্খমুড়া এলাকার সুভাষ সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন নেতৃত্বরা। পাশাপাশি ধনপুর সহ তার আশপাশ এলাকা গুলোতে খুব শিঘ্রই অ্যাওয়ার্নেস করা দরকার বলে দাবী করেন নেতৃত্বরা। যাতে করে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতন তৈরী হয়েছে, তা দূর হয়। সব কিছু মিলিয়ে সরকার যদি সদিচ্ছা ও সৎ মনোভাব নিয়ে সেখানে ঝাপিয়ে না পড়েন তাহলে হয়তো এই ডেঙ্গুর পরিনতি আরো বৃহৎ আকার ধারন করতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন নেতৃত্বরা।

ডেঙ্গু আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর** জ্যোতির্ময় দাস সহ মেডিকেল টিম।বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস জানিয়েছেন, বিশালগড় ঘনিয়ামারা এক নম্বর ওয়ার্ডের বীরচন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা মানিক চন্দ্র রায় (৫৫) দুই দিন পূর্বে জ্বর নিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু জ্বর না কমার কারণে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁর ডেঙ্গু পরীক্ষা করে পজিটিভ পেয়েছেন। তিনি এখন জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই খবর পাওয়ার পরপরই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের তরফ থেকে ঘনিয়ামারা সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে ছুটে যান চিকিৎসক দল। জ্বরে আক্রান্ত প্রত্যেককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও যাতে কোন ধরনের অঘটন ঘটতে না পারে সেজন্য আগাম সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা।

আক্রান্ত ১৮২

● **প্রথম পাতার পর** জীবানুনাশক ছড়ানোর কাজ শেষ হয়েছে। সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে। শ্রীমন্তপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। ডেঙ্গর পর্যবেক্ষণের জন্য আগরতলার আখাউড়া, শ্রীরামপুর এবং অন্যান্য স্থলবন্দরে মেডিক্যাল টিম রাখা হয়েছে। চিকিৎসকগণ জানান, বর্তমানে জিবি হাসপাতালে ডেঙ্গ আক্রান্ত হয়ে ৩২ জন ভর্তি আছেন। আজ ১ জন ভর্তি হয়েছেন। ইতিমধ্যেই সিপাহীজলা জেলায় ১৫৮ জন, মোহনপুর ও কা'নমালা এলাকায় ২৪ জন ডেঙ্গ আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ডেঙ্গ যেন ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সব ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে।

গত নয় বছরে খেলাধুলায় অসাধারণ পরিবর্তন হয়েছে উত্তরপূর্বে : কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : গত নয় বছরে খেলাধুলায় অসাধারণ পরিবর্তন হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।আজ রাজ্যসভায় এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খেলাধুলার প্রশংসনীয় বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি বলেন, "লুক ইস্ট পলিসি" থেকে "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি"-তে পরিবর্তিত করায় ওই অঞ্চলে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে অভূতপূর্ব প্রেরণা দিয়েছে। অনুরাগ বলেন, "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি"র অংশ হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি জেলায় দুটি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যা ক্রীড়া ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করবে এবং তরুণ ক্রীড়াবিদদের তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে উৎসাহিত করবে। মন্ত্রী ঠাকুর বলেন, ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ২২৭টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এতে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে।কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেন, এখানেই থেমে নেই, সরকার বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নত করতে ৫২০.৭ কোটি টাকার ক্রীড়া কার্যক্রম সম্পর্কিত ৭৫টি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। তদুপরি সম্প্রতি তিনটি জাতীয় উৎকর্ষ সাধন কেন্দ্র, ১২টি সাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২২টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অ্যাকাডেমিও আছে উত্তরপূর্বে।তিনি বলেন, মণিপুরে ৬৩৪.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের স্থাপন করা হয়েছে প্রথম জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন থেকে শুরু করে "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি"র অঙ্গ হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি জেলায় দুটি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যা ক্রীড়া ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করবে এবং তরুণ ক্রীড়াবিদদের তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে উৎসাহিত করবে।মন্ত্রী ঠাকুর বলেন, ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রত্যেক জেলায় দুটি করে মোট ২২৭টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এতে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত করছে।উল্লেখ্য, খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের বলে প্রথম খেলো ইন্ডিয়া গেমস নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই খেলার ৩,০০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেবল তা-ই নয়, গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলো ইন্ডিয়া গেমসে ৬,১০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে সকলে উৎসাহিত হয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্রীড়া ক্ষেত্র এক দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।এদিকে, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মণিপুরের ইমফলে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যুবপরিক্রমা ও ক্রীড়ামন্ত্রীদের দুদিবসীয় "চিন্তন শিবির" অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই শিবিরে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১০০ জনের বেশি আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করে কীভাবে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে এগিয়ে নেওয়া যায়, তার জন্য উপায় উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।অনুরাগ ঠাকুর বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রীড়াবিদ যথাক্রমে মেরিকম, মীরাবাই চানু, বাইচুং ভুটিয়া, শিব থাপা এবং লাভলিনা বড়গোহাঁই অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমস, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ইভেন্টে খেলে পুরস্কার জিতে দেশের গৌরব, সম্মান বর্ধিত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধৃত নূর আদতে জিএসটি-র চর

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : কলকাতার জিএসটি দফতরের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে গ্রেফতার হওয়া নূর আমিন । আজ তাঁকে আদালতে তুলে এই তথ্য দাবি করল পুলিশ। ২১ জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয় নূর আমিনকে। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করে, তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরল পুলিশ। তদন্ত করে জানা গিয়েছে, নূর কলকাতার জিএসটি দফতরের ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন।

কিন্তু কেন এই বৈঠক? তদন্ত করে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই নূর কলকাতার জিএসটি দফতরের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর মূল কাজ ছিল, শহরের প্রভাবশালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কোথায়, কবে জিএসটি ফাঁকি দিচ্ছেন, তার তথ্য তৈরি করে জিএসটি আধিকারিকদের দেওয়া।অভিযোগ, নূরের কাছ থেকে সেই তথ্য পেয়ে শহর কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় তল্লাশি অভিযান চালায় জিএসটি দফতর। নূরের দেওয়া তথ্য তালিকার উপর ভিত্তি করে জিএসটি দফতর এক কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। তদন্তে এও জানা গিয়েছে যে, পুরস্কার স্বরূপ নূরকে জিএসটি-র তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল ১৮ লক্ষ টাকা।ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা এই ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন, সেই সময় কলকাতার জিএসটি দফতরে যাঁরা ডিজি পদে ছিলেন সেই সব ব্যক্তি বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই-সহ বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত। ফলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ফলে চেন্নাই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কলকাতা পুলিশ।বৃহস্পতিবার নূরের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত শেষে তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। সেই সময় নূরের আইনজীবীর তরফ থেকে আদালতে দাবি করা হয় যে, তিনি মানসিক রোগগ্রস্ত। ফলে তাঁর জন্য একটি মানসিক হাসপাতালের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, যেখানে নূর যাবেন এবং তাঁর চিকিৎসা করা যাবে। সেই সময়ই এই বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরেন পুলিশের তরফে থাকা আইনজীবীরা। সব পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে নূরকে ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। লালবাজার সুত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নূরকে জেরা করে অপর এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। ঘটনার দিন নূরের কাছ থেকে বিএসএফ, ইন্টলিজেন্স-সহ বিভিন্ন এজেন্সির পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছিল। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, এই সব নকল পরিচয়পত্র নূরকে তৈরি করে দিতেন ধৃত অপর ব্যক্তি।

চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে খুনের অভিযোগ, উত্তেজনা রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৩ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইটাল গ্রামে চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে খুনের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ তাঁকে পাটক্ষেত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রহিম শেখ। রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা ঘটছিল। রহিম শেখ নামে ওই যুবককে এলাকায় ইতঃস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন গ্রামবাসীরা। তাতেই সন্দেহ বাড়ে। রহিমকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন গ্রামবাসীরা। কথাতেও একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর শুরু হয় মারধর। প্রথমে এলোপাথাড়ি চড়-থাপ্পড় চলতে থাকে। এরপর তাঁকে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয়। লাঠি, বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর যখন রীতিমতো মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে ওই যুবক, তখন তিনি জল চেয়েছিলেন। অভিযোগ, তখন তাঁকে জল পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি। রাতেই গ্রামবাসীদের তরফে থানায় খবর দেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি জানানোর পরও পুলিশ রাতে গ্রামে আর আসেননি বলে অভিযোগ। খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকালে আসে পুলিশ। তখন পাটক্ষেতে পড়ে ছিল ওই যুবকের নিথর শরীর। তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের তরফে দাবি, সময়মতো পুলিশ গেলে তাঁকে বাঁচানো যেত বলে দাবি মৃতের পরিবারের। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলছে। এর থেকে বেশি কিছু বলতে চায়নি পুলিশ।

ছত্তিশগড়ের জগদ্দলে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার

জগদ্দলপুর, ৩ আগস্ট (হি.স.): একজন অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার হয় ছত্তিশগড়ের জগদ্দলের ভদিশগাঁওর একটি নালা থেকে। বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি গত এক সপ্তাহ পুরোনো। মৃতদেহর পরিচয় জানা যায়নি। পারপা থানার পুলিশ আধিকারিক ধনঞ্জয় সিনহা সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকালে গ্রামের লোকজন ভাদিসগাঁওয়ের ড্রেনে একটি লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহের পরিচয় জানবার জন্য সব থানায় মৃতের ছবি পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এএসআই-কে জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষায় অনুমতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের, কেউ খুশি ও কেউ হতাশ

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): বারাণসীর দায়রা আদালতের রায়কেই বহাল রাখল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)-কে সমীক্ষার কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ে খুশি হিন্দু পক্ষ। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, 'এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়েছে, 'জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে এএসআই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারবে। দায়রা আদালতের রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।'

এএসআই-এর সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মুসলিম পক্ষ (অনজুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি), মুসলিম পক্ষের সেই আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বলেছে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই সার্ভে হওয়া জরুরি, অবিলম্বে তা ফের শুরু করতে পারবে ভারতের পুরাতাত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা।

এর আগে গত ২৪ জুলাই, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছিল ভারতের পুরাতাত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)। বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশ মতো ওই দিন সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা জানতে 'জ্ঞানবাপী- শ্রিঙ্গার গৌরি' মামলায় বারাণসী জেলা দায়রা আদালত এএসআই-কে এই সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। কিন্তু, সেই সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষ। ওই দিনই বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানায়, ২৬ জুলাই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই) কোনও সমীক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য মুসলিম পক্ষকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেয় সর্বোচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারবে। একইসঙ্গে মুসলিম পক্ষের আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় শোনার পর বারাণসীর জেলাশাসক এস রাজালিঙ্গম বলেছেন, 'এএসআই আগামীকাল থেকে (জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্সের) সমীক্ষা শুরু করতে জেলা প্রশাসনের কাছে সাহায্য চেয়েছে। আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে আমরা তাঁদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা করব। আমাদের নিরাপত্তা স্থাপনার পরিকল্পনা রয়েছে।'জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ে কেউ খুশি-কেউ আবার হতাশ। উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য বলেছেন, 'আমি এই রায়কে স্বাগত জানাই। আমি নিশ্চিত এএসআই সমীক্ষার পরে সত্য বেরিয়ে আসবে এবং জ্ঞানবাপী সমস্যার সমাধান হবে।'সমাজবাদী পার্টির সাংসদ এস টি হাসান বলেছেন, 'আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে চলব, বর্তমানে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির প্রয়োজন। এমন কোনও বক্তব্য দেওয়া উচিত নয় যা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।'এআইএমপিএলবি সদস্য মৌলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গি মাহালি বলেছেন, 'ন্যায়বিচার হবেই, এই বিষয়ে আমি আশাবাদী। এই মসজিদটি প্রায় ৬০০ বছরের পুরানো এবং মুসলিমরা সেখানে বিগত ৬০০ বছর ধরে নামাজ আদায় করে আসছেন। আমরাও চাই যে দেশের সমস্ত উপাসনালয়ে উপাসনালয় আইন বলবৎ করা হোক।' মুসলিম পক্ষ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।'জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'মন্দির হোক অথবা মসজিদ, ভগবান একই। আপনি ঈশ্বরকে মন্দিরে অথবা মসজিদে দেখতে পারেন।'

ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে মিলিত হয়ে অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরামের দাবি সনদ পেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। খেলোয়ারদের স্বার্থ জড়িত দাবি-দাওয়া প্রচুর। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক দাবি-দাওয়া যদি পূরণ হয়, নিশ্চয়ই এতে রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন এবং প্রসারের লক্ষ্যে অবশ্যই অনেকটা কাজে আসবে। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরামের দাবি। প্রথমত, রাজ্যের কৃতি খেলোয়াড়দের অতিসত্বর ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিল পরিচালিত বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে কোচ হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের চাকরির সুযোগ যথারীতি নিয়ম মেনে অবিলম্বে নিয়োগ পত্র দিতে হবে। তৃতীয়ত, কিছুদিন আগে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ক্রীড়া দপ্তরে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১০০ জনের স্থলে ২০০ জন করতে হবে। চতুর্থত, বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি প্রদানের কুড়ি শতাংশ পদে রাজ্যের যোগ্যতা সম্পন্ন খেলোয়ারদের জন্য আসন সংরক্ষিত করতে হবে। জাতীয় স্তরের খেলাধুলা অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪২ করতে হবে। খেলোয়ারদের বৃত্তির পরিমাণ টাকার অংক ১২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করতে হবে। রাজ্যের খেলাধুলা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সরকার যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন তাহলে অবিলম্বে বৈধ ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি দিয়ে খেলাধুলাকে উন্নতি করতে হবে। বিভিন্ন সুবিধা ও চাকরির ক্ষেত্রে প্রকৃত খেলোয়ারদের যোগ্যতার নিরিখে মর্যাদা দিতে হবে। অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরামের পক্ষ থেকে ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় সকাশে মিলিত হয়ে এই দাবী সনদ পেশ করা হয়। বৃহস্পতিবার মহাকরণে রাজ্যের খেলোয়াড়দের স্বার্থে প্লেয়ার্স ফোরামের প্রতিনিধিরা এই সাক্ষাৎ করলেন।

মন্ত্রী বিষয় গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করলেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI
, TRIPURA (WEST)

NOTICE INVITING TENDER NO -11 (2023-24)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honourable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD/ Railway / Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl. No	Name of Work.	Estimated cost / Earnest Money	Time for completion	Last Date of selli[ng] / Last Date of receivi[ng] (up to 3.00 PM)
A	Providing Proper illumination and beautification of Tri-junction behind Maharani Tulsibati School in Ward No-20 under Agartala Municipal Corporation.	Rs. 1,72,752.00 Rs 3455.00	10(Ten) Days	08-08-2023 10-08-2023

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 08-08-2023

(Er.SUJAY CHAUDHURY)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)

Sealed Quotations are invited for Quotation form will be available from 2023 (11:30 am to 2:30 pm). CMAC of Water cooler cum Purifier. The the Office of the undersigned up to 10" August,

ICA/C-1714/23

Medical Superintenden
IGM Hospital Agartala

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XI/EE/RD/STB/2023-24, Dated-28/07/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 16/08/2023 for 01 (One) No Construction work, 01 (One) No Maintenance work & 01 (One) No Internal Electrification work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in_and contact at M-8787480265. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Santirbazar DiVIIlsion
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-1712/23

Short Notice quotation inviting tender

Tripura State Haj Committee invites quotation in sealed covers from reputed vendors for procurement of below mentioned articles for use in the Haj Bhavan, Melarmath, Agartala .

Sl.No	Item	Model	Qnty
1	Sofa Set (Godrej)(3+1+1)	Supreme	3
2	Tea Table(Godrej)	Osaka	1
3	Chair(Godrej)	7032R	2
4	Table for 2 students	Wooden	10
5	Chair(Godrej)	1018	30
6	Table(Godrej)	Uno	1
7	Refrigerator	192 Ltrs (Whirlpol)	1
8	TV	32"(Sony)	2

Term and condition may be collected from office of the Haj Committee, Haj Bhavan, Melarmath, Tripura from 11.00 A.M to 5.00 P.M except holiday.

1. Starting date of dropping of quotation : 02.08.2023
2. Last date of dropping quotation : 14.08.2023 (upto 3.00 p.m)
3. Date of Open of quotation : 17.08.2023 (at 11.30 a.m)

ICA/C-1708/23

Executive Officer,
Tripura State Haj Committee

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER (PNIT)

On behalt.of the Govemor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NiTwise) in two Bid system is hereby invited from Manufacture! Authorized suppliers & distributors for supply of Fishery inputs Fish Feed (Pellet Sinking type) by the undersigned for the implementation of different pisiculture schemes during 2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply below mention through online biding on the website hitps:/ tripuratenders.goc.in having Digital signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the Root certificate of CCA.

NIT No	Item for which e-tender is invited	Estimated quantity (in kg)	Estimated Tender value (in Rs.)	Necessary Date & Time
NO.F.3 (41)-SF/TLM/DEV/E-TENDER/2022-23/	Fish Feed (Pellet Sinking type)	17,050 (May be increased or decreased)	Rs.4,60,350/-	Biding documents can be downloaded from 09-08-2023 from 15.00 Hours. Last date of online submission of e-Tender up to 24-08-2023 at 12.00 Hours. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.goc.in

The detailed press notice & Bid ducoments for the above can be seen on website https:/ fripuratenders.goc.in.
All the future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-1704/23

(BIBHAS BISWAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
TELIAMURA SUB-DIVISION.

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স আসরে পদক জয় ত্রিপুরার মধুমিতার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। সোনার মেয়ের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ঝড়। আর তাতেই দেশকে এনে দিলেন ব্রোঞ্জ পদক। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে। বিশ্ব পুলিস এবং ফায়ারম্যান অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। কানাডার মনিটাবোতে ১-৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসর। তাতে দেশের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন ভূপাল সি আই এস এফে কর্মরত মধুমিতা দেব। ওই ইভেন্টে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক জয় করেন যথাক্রমে ভারতের বিজয় কুমারা এবং রোমানিয়ার অ্যাথলিট। খোয়াই জেলার রোতিয়ার কৃষিজীবি পরিবারের মেয়ে মধুমিতা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশুনা করার সময় ভর্তি হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। রাজ্যের স্বনামধন্য অ্যাথলেটিক্স কোচ তথা প্রাক্তন ক্রীড়া আধিকারিক স্বপন সাহা ঘষে মেজে তৈরী করেন সোনার মেয়েকে। জাতীয় আসরে ত্রিপুরাকে বহু পদক এনে দেওয়ার পর খেলো ইন্ডিয়া স্কিমে জায়গা পায় সে। প্রয়াত প্রবীর দেবের এক ছেলে এবং মেয়ের বড় মধুমিতা খেলো ইন্ডিয়া স্কিমে থাকা কালিন যোগ দেন ভূপাল সি আই এস এফে। দেশের পাশাপাশি রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করা ছাত্রীর সাফল্যে খুশি কোচ স্বপন সাহা। এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ওই কোচ বলেন,'প্রতি নিয়তই উজ্জল থেকে উজ্জলতর হয়ে উঠছে সে। বিশ্বাস করি অলিম্পিকেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। এবং দেশকে পদক এনে দেবেই'। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষ থেকেও শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং প্রশিক্ষকরা অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছেন সোনার মেয়েকে।

এসএমকাপ মহিলা ফুটবলে মেহাক মুন্ডার হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। মেহাক মুন্ডার দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক।

মহিলা ফুটবলে দারুন নজর কেড়ে নিয়েছে ধলাইয়ের খেলোয়াড় মেহাক মুন্ডা। জিরানিয়ার শচীন্দ্র নগর হাই স্কুল মাঠে আজ, বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিন ব্যাপী এস এম কাপ মেয়েদের অনূর্ধ ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ৫-০ গোলে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ধলাই জেলা দল। বিজয়ী দলের পক্ষে মেহাক মুন্ডা দারুন খেলা উপহার দিয়ে হ্যাটট্রিক করে নেয়। তাছাড়া বিনতি কৈর্বত্ত ও সুচিত্রা গৌড় একটি করে গোল করেছে। পক্ষান্তরে উত্তর জেলা দলের মেয়েরা গোল পরিশোধের তেমন সুযোগ করতে পারেনি। আগামীকাল মূল পর্বের খেলার পর ৫ আগস্ট হবে ফাইনাল ম্যাচ।

অবশেষে জট খুলল টিসিএ কাণ্ডের জেনারেল বডির হাতে পূর্ণ ক্ষমতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। অবশেষে জট খুললো টিসিএ কান্ডের। হাইকোর্টের নির্দেশে দুই পক্ষকে মিলেই কাজ করতে হবে। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধের চেম্বারে দুই গোষ্ঠীর লোকেরাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। বিচারপতি উভয় পক্ষের কথা শুনেন। অবশেষে সমাধানের সূত্র বের করে জানিয়ে দেন। এবং এই নির্দেশ মোতাবেক এখন জরুরীকালীন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত হবে বলে জানান। প্রথমত, এপেক্স কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ৫ করা হবে। সদস্যরা হলেন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ট্রেজারার। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা চলতি এপেক্স কাউন্সিল বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এখন থেকে এপেক্স কাউন্সিল বলে কিছু থাকবে না। টিসিএ পরিচালনার পুরো দায়িত্বভার পালন করবে জেনারেল বডি। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে নয় সদস্য বিশিষ্ট এপেক্স কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে রুলস সংশোধনীও আনতে পারবে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে টিসিএ-র ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন প্রেসিডেন্ট এবং কোষাধ্যক্ষ যুগ্মভাবে। ১৯ জুলাই এর আগে যেরকম অফিস বেয়ারারদের অবস্থান ছিল, এখনো তাই কার্যকরী থাকবে।

টিসিএ-র অফিস বেয়ারারদের কার্যক্রম আগের মতোই চলবে। আগামী ৯ আগস্ট জেনারেল বডির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে বেলা বারোটায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রতিটি অনুমোদিত ক্লাবের হয়ে যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের অথারাইজেশন লেটার ৮ আগস্ট এর মধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে জমা দিতে হবে। অফিস বেয়ারারদের জেনারেল বডির কাছে আন্ডার টেকিং দিতে হবে যে তারা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সমস্ত কাজকর্ম মূল কার্যালয়েই চলবে। জেনারেল বডি মিটিং এর আলোচ্য বিষয় প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি যৌথভাবে স্থির করবেন। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস বিকে রায়কে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে। তিনি টিসিএ-র পুরো বিষয় দেখভাল করবেন এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট কোর্টে জমা দেবে। টিসিএ-র কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অমবাডসম্যান এবং এথিক্স অফিসার নিয়োগের বিষয়টিও দেখবে জেনারেল বডি।

সাব্রুমে এস এম কাপ অনূর্ধ-১৪ জয় দিয়ে শুরু সুধন্য স্মৃতি স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। জয় দিয়ে দারুন শুরু সিপাহীজলা জেলার সুধন্য দেববর্মা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের। সাব্রুমে আয়োজিত অনূর্ধ-১৪ এস এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ৮-০ গোলে দারুন জয় পেয়েছে সিপাহীজলা জেলার অংশগ্রহণকারী সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল দল। হারিয়েছে উত্তর জেলার হলি ক্রস স্কুল দলকে। বিজয়ী দলের পক্ষে জেমিন দেববর্মা দুটো গোল করে। এছাড়া বিশু নাথ ত্রিপুরা, রাসেল দেববর্মা, মাসিয়া দেববর্মা, বিজয় দেববর্মা, খাবাই দেববর্মা ও কিষান দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে গোল করে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অরিন্দম মজুমদার, চরণ মাদ্রাজি, সত্যজিৎ চাকমা ও মোহন মিয়া।

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক মইলাফ্রু মগ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীল স্বাগত ভাষণ রাখেন।

আটটি জেলা থেকে ১২৫ জন ফুটবলারের পাশাপাশি টিম অফিসিয়াল ও টেকনিক্যাল অফিসিয়াল হিসেবে আরো প্রায় ৩০ জনের উপস্থিতিতে এসএমকাপ ফুটবল ঘিরে অত্রাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মহিলা : সুপারলিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
স্পোর্টস স্কুল	২	১	১	০	৫-২	৪
জম্পুইজলা	২	১	০	১	২-১	৩
কিল্লা মর্নিং	২	১	০	১	১-৩	৩
ফুলো ঝানু	২	০	১	১	৩-৪	১

মহিলা ফুটবলে অভিযোগ জম্পুইজলার জয় পেয়েও দুশ্চিন্তায় কিল্লা মর্নিং ক্লাব

কিল্লা মর্নিং-১ জম্পুইজলা-০
(রমণী)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। কিল্লা-র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কর্তা-রা। জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কর্তাদের অভিযোগ সি আর এস না করিয়েই কলকাতার ৪ ফুটবলারকে খেলালো কিল্লা। ওই অভিযোগ জানিয়ে এদিন রাতেই লিখিত অভিযোগ জানানো হলো জম্পুইজলার পক্ষ তেকে। এদিকে মহিলা কমিটির সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত জানান, কিল্লা থেকে কোনও রকম সি আর এস জমা দেওয়া হয়নি। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হেরেও সম্ভবত পয়েন্ট পেতে চলছে জম্পুইজলা। বল এখন টি এফ এ কোর্টে। ওই একটি অভিযোগ ছাড়া মহিলা ফুটবলের সুপার লিগ জমিয়ে দিলো কিল্লা মর্নিং ক্লাব। ওই ম্যাচে যদি জম্পুইজলা পয়েন্ট না পায় তাহলে সুবিধে পেয়ে যাবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। তবে এর সম্বাবনা কম বলেই জানা গেছে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কিল্লা মর্নিং ক্লাব নূণ্যতম গোলে পরাজিত করে খেতাবের অন্যতম দাবিদার জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে। সুপারে ২ ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট নিয়ে কিল্লা-র সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জম্পুইজলা। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বুধবার স্পোর্টস স্কুলকে রুখে দিয়ে ফুলো ঝানো দল যে সুবিধে পাইয়ে দিয়েছিলো জম্পুইজলা এর সুবিধে নিতে পারেনি বুদ্ধ দেববর্মা-র মেয়েরা। এদিন শুরু থেকেই অনেকটা হালকা মেজাজে দেখা যায় জম্পুইজলার ফুটবলারদের। এর খেসারতও দিতে হয় দলকে। কিল্লা-র ফুটবলারদের হার না মানা মানসিকতা শেষ পর্যন্ত মোক্ষম ৩ পয়েন্ট এনে দেয় দলকে। অপরদিকে বেশ কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে নিজেরাই দলকে চাপে ফেলে দেন জম্পুইজলার ফুটবলাররা। ম্যাচের ৬ মিনিটে কিল্লা-র হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রমণী কাওয়া। ম্যাচটি পরিচালনা করেন সত্যজিৎ দেবরায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা হলো আমবাসার উত্তম দেববর্মার

আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নত। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসকদের উপর আস্থা রাখার অনুরোধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অন্যান্য দিনের মতো আজও দীর্ঘক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের নানাবিধ সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ শোনেন। আমবাসার উত্তম দেববর্মা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ব্রেন স্ট্রোকের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে পারছিলেন না। উত্তম দেববর্মার সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিবের সাথে কথা বলে বিনামূল্যে তিন মাসের ওষুধের ব্যবস্থা করে দেন। উদয়পুরের শিপ্রা রাণী দাস স্বামী চোখের সমস্যাজনিত রোগে ভুগছেন। তিনি এসেছিলেন স্বামীর চিকিৎসার সাহায্যের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ঊনকোটির কাঞ্চনবাড়ির সবিতা মজুমদার এসেছিলেন তার স্বামী সুশীল মজুমদারের চিকিৎসা এবং মূক ও বধির মেয়ের সাহায্যের জন্য। কিভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়ের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মেয়ের ভাতা প্রদানের বিষয়টিও নিশ্চিত করেন সাথে সাথেই। জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন রামনগরের মিঠু দাস। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার পর তিনিও সমস্যার সমাধানে আশ্বাস পেলেন। খোয়াইয়ের বারবিলের রূপালি সরকার দেব মুখ্যমীর সাথে কথা বলে তার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়েছেন। করবুক ব্লক থেকে শুভ জমাতিয়া এসেছিলেন বোনের চোখ ও মস্তিষ্কের রোগের চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য। চিকিৎসায় সহায়তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন। টাউন শিবনগরের অসুস্থ অপর্ণা সাহাকে রাজ্যেই চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে সাহায্য করার কথা জানালেন স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু। প্রতাপগড়ের নারায়ণ ঋষি দাস, গণ্ডাতুইসার অনামিকা চৌধুরী, কৈলাসহরের সঞ্জিত ঘোষের মতো আরও অনেকেই পেয়েছেন চিকিৎসা পরিষেবায় সাহায্যের আশ্বাস।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে জমি সংক্রান্ত, ভর্তি সংক্রান্ত সহ নানাবিধ সমস্যা নিয়ে মানুষ হাজির হচ্ছেন। গণ্ডাতুইসার কৃতরঞ্জন চাকমার ছেলে রাজ চাকমাও এসেছেন মুখ্যমীর সাথে কথা বলতে। তিনিও নিরাশ হয়ে যাননি। আইন সংক্রান্ত জটিলতায় ভুক্তভোগী রামনগরের অশোক দত্তও পেয়েছেন সমস্যা নিরসনের আশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সচিব ড. পি কে চক্রবর্তীকে বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমী সমীপেষু কার্যক্রমে যারা এসেছিলেন, তাদের কেউই ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাননি। তৎক্ষণাৎ সহায়তা ছাড়াও ইতিবাচক মনোভাবে সমস্যা নিরসনে মুখ্যমী ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। আজ মুখ্যমী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু, সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি'র মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা প্রমুখ।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ আগস্ট।। '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বিরোকে নাম ,, এই উপলক্ষ্য করে বি সি নগর ব্লকের উদ্যোগে গত ২১ শে জুলাই একটি কর্মসূচি তৈরী হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী লক্ষীপুর পঞ্চায়েতের মুন্ডা পাড়াতে গতকাল প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে প্রাণীর স্বাস্থ্য ও টিকাকরণ করা হয়। শিবিরে ৩৯ টি গবাদী পশু ও ৭৮৪ টি মুরগির চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১২৩ টি শুকরকে সোয়াইন ফিবারের টিকাও দেওয়া হয়। এছাড়া ভারত মাতা স্বসহায়ক দলের ১০ জন সদস্যকে ১০ টি করে উন্নত মুরগি ও খাদ্য ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়, এর ব্যায় হয় ১৩০০০ টাকা, এই মুরগি পালন প্রকল্পের মাধ্যমে বি সি নগর ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটিতে একটি করে সসহায়ক দলকে এই ধরনের সুবিধা প্রদান করা হবে যেখানে ব্যায় হবে ১.৬৯.০০০ টাকা, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শ্রীমতি পুতুল পাল বিশ্বাস, মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ডা:অশোক মজুমদার সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যানসদস্যগণ।

রাজ্যে পৌঁছেছে মুসুর ডাল, শুরু হবে বণ্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যের রেশন সপগুলি থেকে নিয়মিত মসুর ডাল সরবরাহ করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গত ৩-৪ মাস ধরে ডালের মজুদ না থাকায় হোক তাদের মধ্যে রেশন শপের মাধ্যমে মসুর ডাল সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এক কথা স্বীকার করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন রেশন শপের মাধ্যমে মসুর ডাল সরবরাহ করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে মসুর ডাল এসে পৌঁছে গেছে। বুধবার রাজ্যে এসে পৌঁছেছে ১৩০০ মেট্রিক টন মসুর ডাল। রাজ্যে প্রতিদিন দরকার ৩২ মেট্রিক টন মসুর ডাল। বর্তমানে রাজ্যে যে পরিমাণ মসুর ডাল এসে পৌঁছেছে তাতে ৪০ দিনের মজুদ গড়ে উঠেছে। রাজ্যে যাতে মসুর ডালের কোন ধরনের সংকট দেখা না দেয় সেজন্য রাজ্য সরকার দু"একদিনের মধ্যেই আরো মসুর ডাল সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী জানান রাজ্যে মসুর ডালের মজুদ না থাকার কারণে রেশন শপের মাধ্যমে যেমন ভোক্তাদের কাছে মসুর ডাল পৌঁছে দেওয়া যায়নি , ঠিক তেমনি আইসিডিএস দপ্তরকেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং মা ও শিশুদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী মসুর ডাল সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই রাজ্যের সব কটি রেশন শপে এবং আইসিডিএস দপ্তরে মসুর ডাল পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে তথ্য দিতে গিয়ে মন্ত্রী জানান ইতিপূর্বে অ্যাপিল বক্তাদের মধ্যে চৌরাশি টাকা কেজি ধরে এবং বিপিএল ভোক্তাদের মধ্যে ৫৯ টাকা কেজি ধরে মসুর ডাল সরবরাহ করা হতো। রাজ্য সরকার উভয় ক্ষেত্রেই প্রতি কেজিতে দু টাকা করে মূল্য হ্রাস করে যথাক্রমে ৮২ টাকা এবং ৫৭ টাকা কেজি ধরে মসুর ডাল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজ্যে বর্তমানে ৯৪ দিনের চাল মজুদ রয়েছে বলেও তিনি জানান। এছাড়া চিনি আটা সহ রেশন শপ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত যাবতীয় সামগ্রির মজুদ সন্তোষজনক বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী। বর্ষাকালে রাজ্যে খাদ্য সংকটের কোন আশঙ্কা থাকবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন।। রাজ্যে মজুদদাররা যাতে কোনভাবেই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে না পারে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী যাতে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য খাদ্য দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে তল্লাশি তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এখনো পর্যন্ত ১৮৪ টি বাজারে এ ধরনের তৎপরতা চালানো হয়েছে। বেআইনি কাজকর্মের জন্য গত তিন মাসে দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত টাকা আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে। দশটি দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে।বিগত তিন মাসে রাজ্যের ১৭৮৯ টি

অল্টোযোগে ড্রাগস পাচার করতে গিয়ে পাথারকান্দির যুবক আটক উদ্ধার সত্তর লক্ষাধিক টাকার হেরোইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ আগস্ট।। অল্টো গাড়ি দিয়ে সর্বনাশা হেরোইন পাচার করতে গিয়ে আসামের নিলামবাজার পুলিশের হাতে আটক হল পাথারকান্দির এক যুবক।ধৃতের নাম সিপার উদ্দিন।বাড়ি পাথারকান্দির লক্ষ্মীপুরে।জানা গেছে গোপন খবরের ভিত্তিত্বে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ নিলামবাজার থানার ওসি দ্বীপজ্যোতি মালাকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সাদা পোষাকে কায়স্থগ্রাম এলাকার আট নং জাতিয় সড়কের পাশে ওৎপেতে বসে থাকলে সাফল্য আসে।এমন সময়ে টি১০ ই-০২১৩ নম্বরের একটি অল্টো গাড়ি দ্রুতগামি অবস্থায় পাথারকান্দি থেকে করিমগঞ্জ যাবার পথে কায়স্থগ্রাম এলাকা অতিক্রম করার সময়ে পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে।পরে গাড়িটিতে তল্লাশি করলে গাড়ির পেছনে থাকা বিশেষ কার্টুনের ভিতর থেকে পঞ্চাশটি সাবানের বাক্সে সাতক্রশ আষট্টি গ্রাম নিষিদ্ধ হেরোইন জাতিয় ড্রাগস উদ্ধার হয়।যার কালোবাজারী মুল্য প্রায় সত্তর লাখ টাকার মত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এ কান্ডে জড়িত থাকার দায়ে একজনকে পুলিশ আটক করতে সক্ষম হলেও আরও দুজন পাচারকারি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নিলামবাজার পুলিশ।তাকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, স্বাস্থ্য মানুষের একমাত্র সম্বল। স্বাস্থ্য সঠিক না থাকলে কোনো কাজ করা যায় না। আজ এই স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবির থেকে কীভাবে সুস্থ থাকা যায় সেই বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সাথে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি পরিবেশ ও সমাজকে কীভাবে নির্মল রাখা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

কনজাংটিভাইটিস জেরবার বাঁকুড়া আক্রান্ত পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে নিষেধ

বাঁকুড়া, ৩ আগস্ট (হি. স.) : কনজাংটিভাইটিসে জেরবার বাঁকুড়া।শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে জীবানু ঘটিত এই চোখের রোগ।আক্রান্ত হলেই চোখ লাল, জল পড়া, চোখ ফুলে যাওয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিঁচুটি কাটা, ঘুম থেকে ওঠার সময় চোখ জুড়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে।এই রোগটি প্রচণ্ড রকমের ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।একসাথে থাকার কারণে পড়ুয়াদের মধ্যে দ্রুত সংক্রামিত হচ্ছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ চরম বিপাকে।এই সময় বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়েছে।যার ফলে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে বাধ্য হচ্ছে।পড়ুয়াদের এই সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ আক্রান্ত পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে নিষেধ করেছেন। কনজাংটিভাইটিস আক্রান্ত হওয়ার কারণে পরীক্ষা দিতে না পারলে পড়ুয়াদের বিকল্প দিনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন।চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময় চোখে বারবার পরিস্কার জলে ঝাপটা দেওয়ার নিদান দিয়েছেন।চোখে মূলতঃ তিন ধরনের সংক্রমণ হয়।ব্যাকটিরিয়াল,ভাইরাল ও এ্যালার্জি ঘটিত।তিন টি ক্ষেত্রেই চোখ লাল, কড়কড় করা, জল পড়া ও ফুলে থাকার উপসর্গ দেখা দেয়।ব্যাকটিরিয়াল সংক্রমণ এর ক্ষেত্রে ঘুম থেকে ওঠার সময় চোখ জুড়ে যাওয়া ও পিঁচুটি কাটার উপসর্গ থাকে।চক্ষু চিকিৎসকরা এই সময় চোখে জলের ঝাপটা ছাড়াও কালো চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।এছাড়াও সিক্রোফক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।চোখ জুড়ে যাওয়া আটকাতে এ্যন্টিবায়োটিক মলম ঘুমানোর আগে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও আক্রান্ত ব্যাক্তির বালিশ, গামছা, রুমাল অন্য কেউ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

কল্যাণপুরে কিশোর উৎকর্ষ মঞ্চের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তর এর উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারী মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।, মঞ্চে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, খোয়াই জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি হরিশংকর পাল, এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ চন্দ্র সাহা, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার দীনেশ দেববর্মা, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সোমেন গোপ, খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর মনি দীপা দত্ত গুপ্ত, এবং কল্যাণপুর ব্লকের ভিডিও তরুণ কান্তি সরকার। দুইদিন ব্যাপী কল্যাণপুর স্কুলে চলবে এই অনুষ্ঠান। খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেবে। তার মধ্যে থাকছে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন খেলাধুলা যোগ ব্যায়াম সংগীত নৃত্য আবৃত্তি সহ নানান ইভেন্টে হবে প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠান ঘিরে বেশ সাজিয়ে তোলা হয় কল্যাণপুর স্কুল চত্বরকে। ভাষণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ৮২ জন প্রতিযোগিনী ছাত্রী। খেলায় ১১২ জন। যোগায় ৭১ জন। আর্ট এ ৫৩ জন। গানে ৪২, নাচে ৫৯, আবৃত্তিতে ৩২ জন এবং রাউন্ড টেবিল এ ৫৮ জন প্রতিযোগীনী ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। এই অনুষ্ঠান শেষ হবে শুক্রবার।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন পড়ুয়া হাসপাতালে ভর্তি

ফতেহপুর,৩ আগস্ট (হি.স.):বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন পড়ুয়া হাসপাতালে ভর্তি। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে। স্কুলে টিফিনের সময় মাঠে খেলা করছিল পড়ুয়ারা তখনই এইচটি লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঝলসে যায় তারা। ছাত্ররা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ায় তাদের চিৎকার শুনে আশেপাশে উপস্থিত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের তাদের ওই স্থান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফতেপুরের অসোথার থানা এলাকার বাজাহা কুটির কাছে শিব বোধন সিং ইন্টার কলেজের ছাত্ররা আজ দুপুরের খাবারের বিরতির সময় মাঠে খেলছিল। এতে হাই টেনশন লাইন থেকে কারেন্টের কবলে পড়ে তিন শিক্ষার্থী সাইফুল (১২), ইশান (১০) ও রেহান (১০)।

ধনপুর বিধানসভা উপনির্বাচন সোনামুড়ায় প্রস্তুতি সভা

বক্সনগর, ৩ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমার ২০-বক্সনগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আজ সোনামুড়া নতুন টাউনহলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়ন্ত দে, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, জেলা ও মহকুমা স্তরের আরক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ, ২০-বক্সনগর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের এআরও, ২৩-ধনপুর নির্বাচনী ক্ষেত্রের এআরও, নোডাল অফিসার, সেক্টর অফিসার এবং বিএলওগণ। সভায় মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল ২০-ব'নগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের আসন্ন উপনির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন।

বিশালগড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ ডাক্তারের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগস্ট।। ধনপুরের পর এবার বিশালগড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে।বিশালগড় বিধানসভার ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতের বীরচন্দ্র পাড়ার এক নং ওয়ার্ডের মানিক চন্দ্র রায় কিছু দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু দুই দিন ভর্তি থাকার পর ও জ্বর না কমায় মানিক চন্দ্র রায় কে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে উনার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হলে ডেঙ্গু পজিটিভ রিপোর্ট আসে।এই রিপোর্ট আসার সাথে সাথে বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটায় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ঘনিয়ামারা মানিক চন্দ্র রায়ের বাড়িতে যান। মানিক চন্দ্র রায় বর্তমানে জিবিতে সুস্থ আছেন।বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। তাছাড়া এলাকার জনগণের স্বাস্থ্যে সুরক্ষিত রাখতে আগামীকাল নেহাল চন্দ্র নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে এলাকার জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করা হবে ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা। তাছাড়া ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে ডাঃ জে এম দাস জানান ডেঙ্গু মশা বাহিত রোগ। সাধারণত দিনের বেলায় যে মশা কামড়ায় তাতে ডেঙ্গু ভাইরাস থাকে। এই মশা কামড়ালে ডেঙ্গু জ্বর হয়।বাড়ির আশেপাশে এলাকায় জমা জলে ডেঙ্গু মশা জন্মায় ও দ্রুত লাভা সৃষ্টি করে বংশ বিস্তার করে।ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সাধারণ লক্ষণ হল জ্বর, মাথা ব্যাথা,গা হাত ব্যাথা, চোখের ভিতরে ব্যাথা, আক্রান্ত রোগীর অবস্থা গুরুতর হলে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, রোগীর শ্বাসকষ্ট ও দেখা দিতে পারে। একমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধি ও বাড়িতে দিনের বেলায় বা রাতের বেলায় ঘুমানোর সময় মশারী অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবেই ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

টিসিএ-এর দুই পক্ষকে এক সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগস্ট।। বিবাদ শেষে পুনরায় দুই গোষ্ঠী একসঙ্গে কাজ করবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনে। বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে এমনই ইঙ্গিত মিলল। টিসিএ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তপ্ত রাজ্যের ক্রীড়ামহল। আদালতের হাতেই গিয়ে পড়ে সমস্যা সমাধানের ভার। বুধবার থেকে দুই পক্ষকে নিয়ে উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ নিজ চেম্বারে আলোচনায় বসেন। বুধবার একদিনের সময় চেয়েছিল জেনারেল বডির সদস্যরা। সেই মতাবেক বৃহস্পতিবার পুনরায় বিচারপতি অরিন্দম লোধের চেম্বারে আলোচনা শুরু হয়।

আলোচনা শেষে টিসিএ সভাপতি তপন লোধ জানিয়েছেন, বিচারপতি উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনেছেন। বিচারপতি একটি অডার পেশ করবেন। সেখানে সমাধান সুত্র বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। আপাতত দুই পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি। এখন দুই গোষ্ঠী পুনরায় এক হ্যে কাজ করে সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হয় কিনা সেটাই প্রশ্ন।

রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ইউনিটি মল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে ইউনিটি মল তৈরী করতে ১৩০ কোটি টাকা খরচ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় খুব শীঘ্রই ইউনিটি মল তৈরী করা হবে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেছেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। সাথে তিনি যোগ করেন, ঊনকোটি জেলার সোনামুখি গ্রামে একটি ইন্টিগ্রেটেড বেম্বু পার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।এদিন তিনি বলেন, ইউনিটি মল তৈরী হলে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নয়ন হবে। পাশাপাশি রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংসানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ঊনকোটি জেলার সোনামুখি গ্রামে একটি ইন্টিগ্রেটেড বেম্বু পার্ক প্রকল্পের আওতায় একসাথে ৮টি প্রাথমিক প্রক্রিয়া কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।তাঁর কটাক্ষ, বিগত সরকার রাজ্যের যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

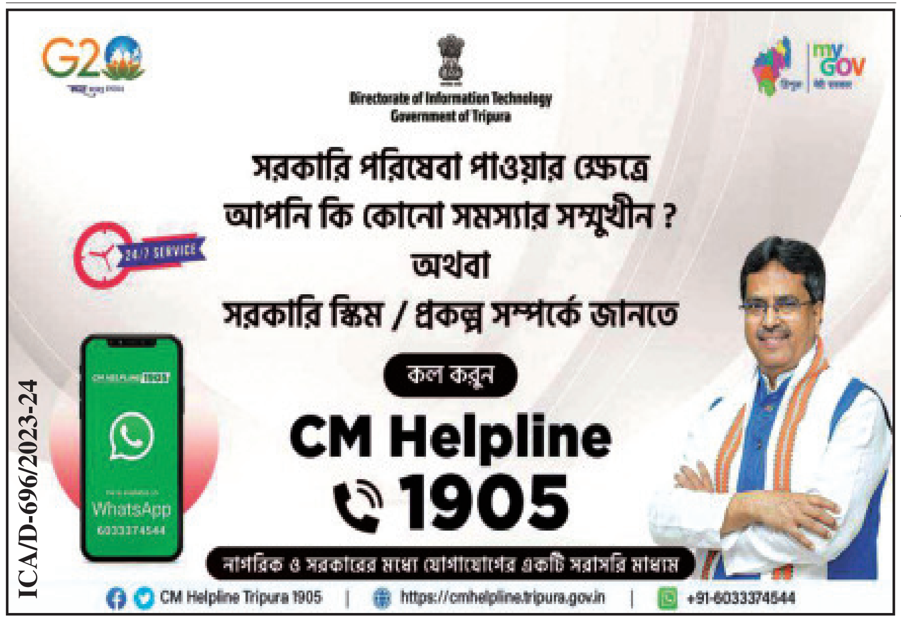

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।